# আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা

বর্ষ ৪০ ■ সংখ্যা ২ ■ এপ্রিল-জুন ২০১৮

## মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে ঢাকা আহ্ছনিয়া মিশন

## বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য মিশনের মানবিক সেবা

মানবসেবায় ৬০ বছর

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

# দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারী ক্যান্সার হাসপাতালে দেশের বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের ক্যান্সার চিকিৎসার নিশ্চয়তা

Prof. Dr. A.M.M.Shariful Alam

Prof. Dr. Mahbubul Alam

Prof. Dr. Ahsan Shamim

Prof. Dr. Qamruzzaman Chowdhury

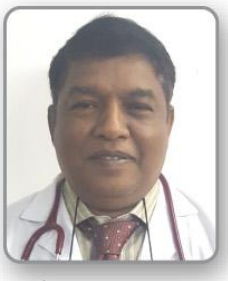
Prof. Dr. Farhad Haleem Donar

Dr. Md. Yousuf Ali

Dr. Rowshon Ara Begum

Dr. Masudul Hasan Arup

Dr. Sadia Sharmin

Dr. S.M. Rokonuzzaman

Dr. Nazat Sultana

Dr. S.J. Momtahena

Dr. Shariful Islam

Dr. Samina Islam

## পেডিয়েট্রিক অনকোলজি

Dr. Shormin Ara Ferdousi

Dr. Rubina Yesmin

## গাইনি অনকোলজি

Prof. Dr. Fauzia Sobhan

Lt. Col. Dr. Begum Najneen

Dr. Farhana Ahmed

## সার্জিক্যাল অনকোলজি

Prof. Dr. Anwar Hossain

Prof. Dr. A. K. Mostaque

Dr. Abu Kawsar Sarker

# আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ

ফোন : ০৯৬৭৮০১৬৩৯১, ০২-৪৮৯৫০১৬৫, ০১৫৩১২৯১৮১০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান www.amcghbd.org

আহ্ছানিয়া
# মিশন বার্তা

বর্ষ ৪০ ❑ সংখ্যা ২ ❑ এপ্রিল-জুন ২০১৮

**খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)**
**১৮৭৩-১৯৬৫**
**প্রতিষ্ঠাতা**
**ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন**

সম্পাদক
**কাজী রফিকুল আলম**

নির্বাহী সম্পাদক
**ড. এম. এহছানুর রহমান**

সম্পাদকীয় পরিষদ
**কাজী আলী রেজা**
**আ. শ. ম. বাবর আলী**
**অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন**

গ্রাফিক্স ডিজাইন
**মোঃ আমিনুল হক**

**২৫ টাকা মাত্র**

সাম্প্রতিক সময়ে মাদকের ব্যবহার উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। সরকারও এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রতিদিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান চলছে। এ খবর গণমাধ্যমে দেখছেন আপনারা। উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দীর্ঘদিন ধরে মাদকবিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকবিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করে। যা বর্তমানে অ্যাডিকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনটিগ্রেটেড কেয়ার (আমিক) নামে পরিচিত। মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায় ডিটক্সিফিকেশন ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মাদক নির্ভরশীলদের স্বল্পমেয়াদি চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। কিন্তু স্বল্পমেয়াদি চিকিৎসার সফলতা যথেষ্ট না হওয়ায় দেশ-বিদেশে মাদকবিরোধী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০৪ সালের মে মাসে আমরা গাজীপুর জেলার রাজেন্দ্রপুর ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানসংলগ্ন এলাকায় এবং যশোরে ২০১০ সাল থেকে নিজস্ব ভবনে মাদক নির্ভরশীল পুরুষের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করেছি। ২০১৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে ঢাকায় চালু করা হয়েছে নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম ।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এছাড়া দেশে ও বিদেশে আরো পুরস্কার পেয়েছে মিশন। মাদকাসক্তদের নিরাময়ের জন্য নেওয়া পদক্ষেপের পাশাপাশি আমরা প্রতিনিয়ত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমও অব্যাহত রেখেছি। এ বিষয়গুলোকে নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে মিশন।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের প্রতি মানবিক সেবার দৃষ্টান্তমূলক কর্মসূচি হাতে নেয় মিশন, বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে। এ নিয়ে রয়েছে তিনটি বিশেষ প্রতিবেদন বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার শিশুদের জন্য কক্সবাজারে ডাম কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি কর্মসূচি, বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, সুপেয় পানির বিশেষ ব্যবস্থা।

২২ এপ্রিল প্রদান করা হয়েছে চাঁদ সুলতানা পুরস্কার ২০১৭। এবার পুরস্কারে সম্মানিত হলেন অধ্যাপক শফিউল আলম। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন তিনি। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের বিবরণ রয়েছে পুরস্কার ২০১৭ প্রদান করা হলো অধ্যাপক শফিউল আলম-কে শিরোনামের প্রতিবেদনে।

আমাদের দেশের আরেকটি বড় সমস্যা হলো নারী ও শিশু পাচার। এর বিরুদ্ধেও মিশনের রয়েছে নানা কর্মসূচি। পাচারকারীদের কবল থেকে উদ্ধার শিশু ও নারীদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে নিরাপদ আবাসন। ঠিকানা শিরোনামের ফিচারে রয়েছে এর বিস্তারিত বর্ণনা।

# সূচিপত্র

**প্রচ্ছদ কাহিনী ৬-১১**

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নিরলস প্রচেষ্টা চলছে। মাদকাসক্তদের নিরাময়ের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে নিয়মিত সেমিনার, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, প্রশিক্ষণ, আলোচনা বৈঠক অব্যাহত রয়েছে। এ নিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনী মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে মিশন লিখেছেন- চিন্ময় মুৎসুদ্দী ও মাদকবিরোধী সাম্প্রতি কার্যক্রম নিয়ে লিখেছেন- মো. সাইফুল ইসলাম


মিশন প্রতিষ্ঠাতার দর্শন ৩
শিক্ষা ২৩-২৮
দুর্যোগ মোকাবিলা ২৯
বিবিধ ৩২

৪
আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল লটারি ১ম পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজয়ী ইসমাইলের কাছে ৩০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর

১২
বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা কার্যক্রম লিখেছেন- সাইফুল করীম ও শাহীন আক্তার

১৬
অধ্যাপক শফিউল আলমকে চাঁদ সুলতানা পুরস্কার ২০১৭ প্রদান

২৬
প্রাথমিক শিক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা

৩০
ঠিকানা- মানব পাচার প্রতিরোধ ও সারভাইবার পুনর্বাসনে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান লিখেছেন- ফেরদৌসি আখতার



**ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন**
বাড়ি- ১৯, সড়ক- ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

# সান্দারদের প্রতি সমাজের অবিচার

## খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা

**"…. বর্ষার কয়েকমাস আমাদের জানানারা আমাদের সঙ্গে নৌকায় থাকে। ছোট নৌকার দুই দিকের ছৈ সারাদিন বন্ধ করিয়া রাখিলে মানুষ বাঁচে না, সুতরাং বাধ্য হইয়া ছৈ খোলা রাখিতে হয়। ছৈ খোলা রাখিলেই আর পর্দ্দা থাকে কোথায়? কাজেই আমরা মনে করি, জানানাদের পর্দ্দাই যদি না থাকিল, তবে তাহাদের দ্বারা হালাল রুজী বেচা-কেনা করায় আর দোষ কি? তবে, আমরা জমি পাইলেই বাড়ী করিয়া তাহাদিগকে পর্দ্দা-পুষিদামত রাখিব।"**

খুচরা মনোহরদী জিনিসপাতির ব্যবসায় দ্বারা সান্দাররা জীবিকা অর্জ্জন করে। ইহা নিতান্ত হালাল রুজী। সান্দাররা পর্দ্দা প্রথা মানে না। তাহা ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে ইহারা অন্যান্য সাধারণ মুসলমানের মত ইসলাম ধর্ম্মের পায়রবী করে। ইহাদের মধ্যে মুনসী, মৌলভী ও হাজি বিরল নহেন। অথচ সাধারণ মুসলমান সমাজ ইহাদিগকে মুসলমান ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে ও তাহাদের সঙ্গে সমাজ-জামাত করিতে নারাজ। ইহা নিতান্ত এসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আচার ও দুঃখের বিষয়।

টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত ধনবাড়ীর নিকট ঝোপনা ও চন্দ্রবাড়ী গ্রাম দুইটীর সীমায় একটা সান্দারপট্টি আছে। এই সান্দারদের জমিজমা, ঘরবাড়ী কিছুই নাই; ইহারা শুকনার সময় এখানে ছৈ পাতিয়া কোন রকমে ঠাঁসাঠাসি অবস্থায় থাকে; বর্ষায় সপরিবারে নৌকায় উঠে। ইহারা বাড়ী করিয়া জানানাগণকে পর্দ্দাপুষিদা মত রাখিতে ইচ্ছুক কিন্তু বাড়ী করিবার জমি পাইতেছে না। ইহারা বলে, "আমরা বুঝি, জানানাগণকে বাড়ী বাড়ী পাঠান অন্যায়; তবে বাড়ী না পাওয়া পর্য্যন্ত শুকনার সময় আমাদিগের সকলকে একস্থানে অল্প জায়গার মধ্যে ঠাঁসাঠাসি করিয়া থাকিতে হয়; তাহাতে পর্দ্দা রক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। এদিকে বর্ষার কয়েকমাস আমাদের জানানারা আমাদের সঙ্গে নৌকায় থাকে। ছোট নৌকার দুই দিকের ছৈ সারাদিন বন্ধ করিয়া রাখিলে মানুষ বাঁচে না, সুতরাং বাধ্য হইয়া ছৈ খোলা রাখিতে হয়। ছৈ খোলা রাখিলেই আর পর্দ্দা থাকে কোথায়? কাজেই আমরা মনে করি, জানানাদের পর্দ্দাই যদি না থাকিল, তবে তাহাদের দ্বারা হালাল রুজী বেচা-কেনা করায় আর দোষ কি? তবে, আমরা জমি পাইলেই বাড়ী করিয়া তাহাদিগকে পর্দ্দা-পুষিদামত রাখিব।" বাস্তবিক, এই সান্দাররা আজ কয়েক বৎসর যাবত জমি খুঁজিতেছে, কিন্তু বেশী দাম দিয়াও ইহারা জমি পাইতেছে না। স্থানীয় মুসলমানরা হাড়ি, ডোম, তেলী, সাহা বা অন্য হিন্দুর নিকট জমি বিক্রয় করিবে, তবু তাহাদের ধর্ম্মের ভাই সান্দারগণের নিকট বেশি দামেও জমি বিক্রয় করিবে না। অথচ পবিত্র কোরানে স্বয়ং আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন, "নিশ্চয় মুসলমানরা ভাই ভাই।"

আমরা স্থানীয় মাতব্বর মুসলমান ভাইগণকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা কোন যোগ্য আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানুন, সান্দারাদিগের নিকট উপযুক্ত দামেও জমি বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহার দীন এসলামের অপমান করতঃ পাপের কাজ করিতেছেন কিনা। আরও ভাবিবার বিষয়, পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দু সন্ন্যাসীরা বহু মুসলমানকে হিন্দু করিয়া লইতেছে। মুসলমানদের অনুদারতার জন্য এই সান্দারগণ যদি, খোদা না করুন, হিন্দু হইয়া যায়, তবে মুসলমানগণই সেজন্য দায়ী হইবেন। কেহ খাঁটি মুসলমান হইবার জন্য আপনার সাহায্য চাহিলে, আপনি সাধ্য থাকা সত্ত্বেও যদি সে সাহায্য না করেন, তবে আপনি গুনাহ্গার হইবেন। অতএব হে চন্দ্রাবাড়ী-ঝোপনার মুসলমান ভাইগণ, আপনারা আল্লাহ রছুলের দিকে চাহিয়া এই সান্দারগণকে সাহায্য ও সহানুভূতি করুন।

*'রচনাবলী একাদশ খণ্ড' গ্রন্থ থেকে সংকলন করেছেন- আ.শ.ম. বাবর আলী*

*অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারমান মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া প্রথম পুরস্কার বিজয়ী ইসমাইল হোসেনের হাতে চেক হস্তান্তর করেন*

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল লটারি ২০১৮

# ১ম পুরস্কার বিজয়ী ইসমাইলের কাছে ৩০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর

২৮ এপ্রিল আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হসপিটাল লটারি-২০১৮ এর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এবারের ড্র-এ প্রথম পুরস্কার পান যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার পাঁচপোতা গ্রামের কৃষক ইসমাইল হোসেন। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারমান মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া প্রথম পুরস্কার বিজয়ী ইসমাইল হোসেনের হাতে ৩০ লাখ টাকা মূল্যের চেক হস্তান্তর করেন। এরপর তিনি অন্যান্য বিজয়ীদের মাঝেও পুরস্কারের চেক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন এনবিআর-এর সাবেক চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মজিদ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. খলিলুর রহমান এবং মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম।

পুরস্কারের চেক হাতে নিয়ে মো. ইসমাইল হোসেন তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন, পোস্ট অফিস থেকে দু'টি লটারির টিকিট কিনেছিলাম। কিন্তু ভাবতে পারিনি যে এই টিকিটের মাধ্যমে আমি ৩০ লাখ টাকার প্রথম পুরস্কার পাব। আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। ছেলে ৯ম শ্রেণিতে পড়ে। অন্যের জমি চাষ করে আমার সংসার চলে। এ টাকা দিয়ে কিছু জমি কিনে এখন নিজেই চাষাবাদ করব এবং আমার ছেলেকে আরো পড়ালেখা করাবো বলে ঠিক করেছি।

> “আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। ছেলে ৯ম শ্রেণিতে পড়ে। অন্যের জমি চাষ করে আমার সংসার চলে। এ টাকা দিয়ে কিছু জমি কিনে এখন নিজেই চাষাবাদ করব এবং আমার ছেলেকে আরো পড়ালেখা করাব বলে ঠিক করেছি ।”

উল্লেখ্য, গত ৯ এপ্রিল ২০১৪ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের প্রাথমিক চিকিৎসা কাজের উদ্বোধন করেন। ১৫ তলাবিশিষ্ট এই ক্যান্সার হাসপাতালটি সম্পূর্ণরূপে চালু করার জন্য আরো অর্থের প্রয়োজন। সে লক্ষে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের তহবিল গঠনের জন্য ১৪ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে চতুর্থবারের মতো সরকার অনুমোদিত আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল লটারি-২০১৮-এর টিকিট বিক্রির কার্যক্রম শুরু হয়। গত ১০ মার্চ ২০১৮ ধানমন্ডিস্থ আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালের লটারির ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

# পানি চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাবে : বন ও পরিবেশমন্ত্রী

*১০ মে ২০১৮ রাজধানীর খামারবাড়িস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কনফারেন্স রুমে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন বন ও পরিবেশমন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ*

পানি চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাবে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার নদীর ৯৩ শতাংশ অববাহিকা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

১০ মে ২০১৮ রাজধানীর খামারবাড়িস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কনফারেন্স রুমে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমাদের নিয়ন্ত্রণে মাত্র ৭ শতাংশ। আর এই ৭ শতাংশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সমগ্র প্রবাহ। পলিসহ এই ৯৩ শতাংশের প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের ওপর। তাই অভিযোজনসহ এই দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন।

সভাপতির বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ বলেন, সম্প্রতি নদী ভাঙন ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এসব প্রভাব মোকাবিলায় এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত কার্যক্রম।

'জলবায়ু পরিবর্তন : বন ও পানি সম্পদের প্রভাব' শীর্ষক সেমিনারে বিষয়ভিত্তিক তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভ্যান্সড স্টাডিজ-এর নির্বাহী পরিচালক ড. আতিক রহমান, আরণ্যক ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ফরিদ উদ্দিন আহমদ এবং বুয়েটের অধ্যাপক ড. মাসফিকুস সালেহীন।

ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ১৯৩০ সাল থেকে এ পর্যন্ত শতকরা ৩৯ ভাগ বন ধ্বংস হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ২০০০ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ৮০ শতাংশের বেশি বন ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্যদিক বৃক্ষরোপণসহ গণসচেতনতা বৃদ্ধির কারণে বনের বাইরে গাছপালার সংখ্যা বেড়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সারাদেশে ৮ হাজারের বেশি ইট ভাটা রয়েছে যেখানে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কাঠ।

ড. আতিক বলেন, ২১ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে ৩০০ মিলিয়ন মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্থানান্তরিত হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, আরণ্যক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক), বিসিএএস, আইসিসিসিএডি এবং পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত এই সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান। অনুষ্ঠানে সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বছরব্যাপী এসডিজির ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ৫ম সেমিনারের বিষয় ছিল 'জলবায়ু পরিবর্তন: বন ও পানি সম্পদের প্রভাব'।

*মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রথম পুরস্কার লাভ করে*

# মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে মিশন

**চিন্ময় মুৎসুদ্দী**

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে মাদকের ব্যবহার ও এর নানা ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির সমন্বিত পচেষ্টা চলছে।

বাবা-মায়ের আদরের ছেলে বাবু (ছদ্মনাম) ময়মনসিংহের বাঁশবাড়ী কলোনীতে বেড়ে ওঠে। দুই ভাই-বোনের মধ্যে সে ছোট। বাবা রিকশা চালিয়ে এবং মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালাতেন। আর্থিক দৈন্যের কারণে নিরক্ষর বাবু পড়ালেখার তেমন সুযোগ পাননি। সংসারে অভাব অনটনের জন্য খুব অল্প বয়সে বাবুকে ওয়েল্ডিং কারখানায় কাজে লাগিয়ে দেন বাবা। পারিপার্শ্বিকতা ও অসৎ সঙ্গ বাবুকে পরিণত করে একজন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিতে। কারাগারে থাকা অবস্থায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আমিক কর্তৃক বাস্তবায়িত আইআরএসওপি প্রকল্পের কাউন্সেলরের সাথে বাবুর পরিচয় হয়। জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর আইআরএসওপি প্রকল্পের সহায়তায় তাকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুরে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসা শেষে এখন তিনি মাদকমুক্ত জীবন-যাপন করছেন। বর্তমানে সোনালি দিনের আশায় শীল পাটার দোকানে পাটা তৈরির কাজে ব্যস্ত সময় কাটান এবং মাসে প্রায় ৬০০০ টাকা আয় করেন।

রিয়া (ছদ্মনাম) এখন ভালো আছেন, আত্মবিশ্বাসী। বর্তমানে তার স্বামীর সাথে ফ্ল্যাক্সিলোড ও ফটোকপির দোকান দিয়েছেন। তার ছেলে ও স্বামীকে নিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন রিয়া। রিয়া মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে বাবা-মার খুব আদরের একমাত্র সন্তান। ১৫ বছর বয়সে মাদকাসক্ত একটি ছেলেকে বাবা-মার অমতে বিয়ে করে ও একটি ছেলে সন্তানের মা হন। বিয়ের পর শাশুড়ির সাথে মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়। তার মনে হতাশা ও খারাপ লাগা তৈরি হয়। স্বামীকেও তার ভালোবাসা দিয়ে মাদক থেকে দূরে রাখতে পারেননি বরং স্বামীই তাকে ভালোবাসা

দিয়ে তার মধ্যে আগ্রহ তৈরি করে যে ইয়াবা খেলে মানুষের মন অনেক আনন্দ ও উৎফুল্ল থাকে, সারারাত জেগে থাকা যায় এতে করে ভালোবাসার অনেক সময় পাওয়া যাবে। স্বামীর কথা বিশ্বাস করে রিয়া ইয়াবা গ্রহণ শুরু করে। ইয়াবা নেওয়ার প্রথম দিকে তার ভালো লাগা অনুভব হয় কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে রিয়া মাদকের প্রভাবে মানসিকভাবে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় রিয়ার বাবা তার শ্বশুরের সাথে আলোচনা করে মেয়েকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তি করেন। নিয়মিত কাউন্সেলিং সেশন ও মানসিক রোগের চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ৩ মাস চিকিৎসা গ্রহণের পর পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন রিয়া। তার কাছে এখন মাদক না নিয়ে সুস্থ থাকাটাই জীবনের মূল লক্ষ্য।

রিয়া এখন আত্মবিশ্বাসী আর সোনালি দিনের আশায় আছেন। এটা সম্ভব হয়েছে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে। এ সমস্যা মোকাবিলায় ভূমিকা রাখতে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান মাদক সমস্যা ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকবিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করে; যা বর্তমানে অ্যাডিকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনটিগ্রেটেড কেয়ার (আমিক) নামে পরিচিত। মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায় ডিটক্সিফিকেশন ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মাদক নির্ভরশীলদের স্বল্পমেয়াদি চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। কিন্তু স্বল্পমেয়াদি চিকিৎসার সফলতা যথেষ্ট না হওয়ায় এবং দেশ-বিদেশে মাদকবিরোধী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০৪ সালের মে মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন গাজীপুর জেলার রাজেন্দ্রপুর ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন এলাকায় ৫ বিঘা জমির ওপর চারতলা নিজস্ব ভবনে এবং যশোরে ২০১০ সাল থেকে ৮ বিঘা জমির ওপর নিজস্ব পাঁচতলা ভবনে মাদক নির্ভরশীল পুরুষের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করে। ২০১৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে ঢাকায় নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়।

গণমাধ্যমে চোখ রাখলেই এখন মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানের খবর দেখা যায়। সরকার মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রায় প্রতিদিন রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সন্দেহভাজন অপরাধীদের। তাদের কাছে পাওয়া যায় ইয়াবা ট্যাবলেট, গাঁজা, দেশি মদ, ফেনসিডিল, বিয়ার, নেশাজাতীয় ইনজেকশন ইত্যাদি। মাদকাসক্তি একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বিশেজ্ঞরা। তরুণ সমাজের একটি অংশ এই মরণ নেশায় আক্রান্ত হয়েছে। এ প্রবণতা যেন বেড়েই চলেছে। শুধু তামাকের ব্যবহার কিছুটা নিম্নমুখী। ২০১৭ সালের গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে অনুযায়ী গত আট বছরে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহার কমেছে ৮ শতাংশ।

মাদকের বিরুদ্ধে কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। নানাভাবে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও মাদকাসক্তদের নিরাময়ের জন্য নেওয়া পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে মাদকের ব্যবহার ও এর নানা ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির সমন্বিত প্রচেষ্টা চলছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নিয়মিতভাবেই চলছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত। যেখানে তামাকজাত পণ্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারণসহ, বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য এবং রেস্টুরেন্টে সাইনেজ না থাকার জন্য জরিমানা করা হচ্ছে। এছাড়াও রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র কার্যক্রম এর সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন: মাদকাসক্ত কারাবন্দিদের পুনর্বাসনে নিয়মিত বিভিন্ন জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, মাদকাসক্ত চিকিৎসারত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভা নিয়মিত আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিএনসিসি'র সাথে কাজ করছে এবং এর মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা করছে।

*মোহাম্মদপুরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে মাদক বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কলেজ শিক্ষকদের হাতে মাদকবিরোধী প্ল্যাকার্ড তুলে দিচ্ছেন আমিক প্রধান ইকবাল মাসুদ*

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি মাদক নিয়ন্ত্রণে দেশে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এই সামগ্রিক সফলতার দাবিদার। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে কাজ করছে। যার স্বীকৃতি মিলেছে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। মিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একাধিক পুরস্কার লাভ করেছে। মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রথম পুরস্কার লাভ করে।

# মাদকবিরোধী সাম্প্রতিক কার্যক্রম

মো. সাইফুল ইসলাম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নিয়মিত সেমিনার, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, প্রশিক্ষণ, আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের গত তিন মাসের কার্যক্রমের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো:

### *গবেষণা কার্যক্রম*

মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের নিরাময়ের পাশাপাশি পুনরায় মাদকাসক্তির কারণ নিরূপণে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। 'দ্য স্টাডি অন অ্যাসেসিং রিল্যান্স ফ্যাক্টরস অব সাবসটেন্স ইউজ ডিজঅর্ডার ইন বাংলাদেশ' শিরোনামের এই গবেষণা কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের ট্রেনিং রুমে গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহকারীদের জন্য উপাত্ত সংগ্রহের ওপর দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গবেষণাটির সমন্বয়কারী ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান এবং উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এসময় মাদকাসক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নেটওয়ার্ক-সংযোগের সদস্যবৃন্দ যারা এই গবেষণায় মূল উপাত্ত সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করবেন তারা উপস্থিত ছিলেন। এই গবেষণাটি পরিচালিত হবে দেশের আটটি বিভাগের ১৮টি জেলায় ৫০টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের এক হাজার জন মাদকাসক্ত যারা একাধিকবার চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন তাদের মাঝে।

> এ ছাড়াও তামাকের ওপর আরোপিত স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২ শতাংশ নির্ধারণ ও অবিলম্বে তামাকের বিদ্যমান শুল্ক-কাঠামোর পরিবর্তে কার্যকর তামাক শুল্কনীতি প্রণয়নেরও দাবি জানানো হয়।

### *তামাকের কর বৃদ্ধির দাবিতে সংহতি প্রকাশ চিকিৎসক ও এনজিও সমূহের*

এদিকে ২৮ মে ২০১৮ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আরবান প্রাইমারি হেলথ্ কেয়ার ডেলিভারি সার্ভিসেস প্রকল্প কুমিল্লা "তামাকের কর বৃদ্ধির দাবির প্রতি চিকিৎসক ও এনজিওসমূহের সংহতি প্রকাশ" কর্মসূচির আয়োজন করে। কুমিল্লার সিভিল সার্জন অফিসের সামনে সংহতি প্রকাশ কর্মসূচিতে চিকিৎসক, অন্যান্য পেশাজীবী, গণমাধ্যম কর্মী এবং বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে এই দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সিগারেটের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৪টি মূল্যস্তর (নিম্ন-দেশীয়, নিম্ন-আন্তর্জাতিক, উচ্চ ও প্রিমিয়াম) বিলুপ্ত করে ২টি মূল্যস্তর (নিম্ন ও উচ্চ) নির্ধারণ, বিড়ির ক্ষেত্রে ফিল্টার এবং নন-ফিল্টার বিভাজন বিলুপ্ত করে এবং গুল-জর্দার ক্ষেত্রে এক্স-ফ্যাক্টরি প্রথা প্রভৃতি বাতিল করে সকল তামাকপণ্যের প্যাকেট/কৌটা প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপের দাবি জানানো হয়। এ ছাড়াও তামাকের ওপর আরোপিত স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২ শতাংশ নির্ধারণ ও অবিলম্বে তামাকের বিদ্যমান শুল্ক-কাঠামোর পরিবর্তে কার্যকর তামাক শুল্কনীতি পনয়ণেরও দাবি জানানো হয়। কুমিল্লা জেলার সিভিল সার্জন

*আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোর আয়োজিত মাদকবিরোধী সেমিনারে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের একাংশ*

ডা. মো. মুজিবুর রহমান, উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কুমিল্লা মো. মাহবুবুল করিম, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. মো. শাহাদৎ হোসেন, ক্লিনিক ম্যানেজার নগর মাতৃসদন ডা. এবিএম জুবায়ের, সূর্যের হাসির ক্লিনিক ম্যানেজার কাজী ইকরাম হোসেনসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

## *আইসিসিই-ট্রেনিং*

৬ মে রাজধানীর শ্যামলীস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের নিজস্ব ভবনে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেন্টশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই) ট্রেনিং-এ 'কমন কো-অকারিং মেন্টাল এন্ড মেডিকেল ডিজঅর্ডার-এন অভারভিউ ফর এডিকশন প্রফেশনালস" এবং 'ক্রাইসিস ইন্টারভেন্সন ফর এডিকশন প্রফেশনালস' এই দুটি কারিকুলাম প্রশিক্ষণ শুরু হয়। পাঁচ দিনের এই প্রশিক্ষণ ১০ মে ২০১৮ শেষ হয়।

মাদকাসক্তি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথাযথ দক্ষতার অভাবকে নিরূপণ করেই এই দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত ডাক্তার, কাউন্সেলর, ম্যানেজার এবং চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অন্য পেশাজীবীদের জন্য আহ্ছানিয়া মিশন কলোম্ব প্ল্যানের আইসিসিই-ট্রেনিং এন্ড ক্রেডেন্টশিয়ালিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান এবং কলোম্ব প্ল্যানের গ্লোবাল মাস্টার ট্রেইনার ইকবাল মাসুদসহ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাস্টার ট্রেনারগণ।

## *বাজেট প্রতিক্রিয়া*

৮ জুন শ্যামলীস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে আয়োজিত তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রভাব নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। বাজেট প্রতিক্রিয়া অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সমন্বয়কারী মোখলেছুর রহমান, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দিনা রুবাইয়া, মানসিক স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সমন্বয়কারী আমির হোসেন ও নারী মাদকাসক্তি কার্যক্রমের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত। প্রতিক্রিয়ায় তারা বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যে সব রাজস্ব প্রস্তাবনা করা হয়েছে সেগুলোর কার্যকারিতা যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ। বাজেট প্রস্তাবনা দেখে মনে হয়েছে, তামাক কর প্রস্তাবনায় তামাক কোম্পানি ও ব্যবসায়ীদের বেশ প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে বিড়ির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর রাজস্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে সরকারকে তামাক ব্যবসায়ীদের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

তারা জানান, এবারের বাজেটে বিদেশি তামাক কোম্পানিগুলোকে ব্যবসা প্রসারে সুবিধা করে দেবে কারণ দামি সিগারেটের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে এবং সম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাংশ অপরিবর্তিত আছে।

বিড়ির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর জন্য এর উপর উচ্চহারে কর বৃদ্ধির দাবি গত কয়েক বছর ধরে জোরেশোরেই উত্থাপিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে এ বছর বাজেট ঘোষণার আগে সরকারের উচ্চপর্যায়ের এবং বাজেট বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তি ও অর্থমন্ত্রী নিজে ইতিবাচক আশ্বাসও শুনিয়েছিলেন। অর্থমন্ত্রী জনস্বার্থ্যের কথা বিবেচনা করে বিড়ি কোম্পানী বন্ধের কথাও শুনিয়েছিলেন। কিন্তু বাজেটে তার কোন প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি।

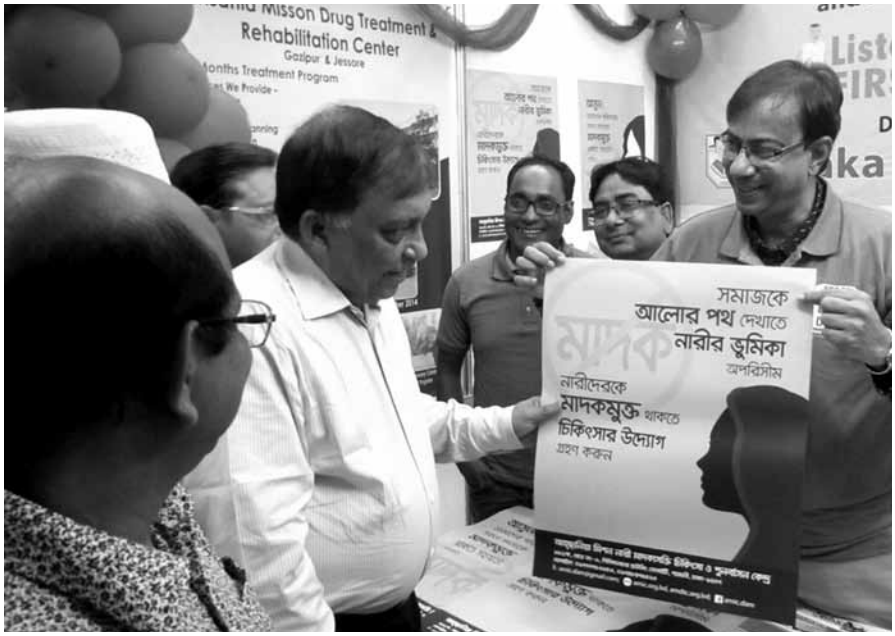

*মাদকনিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনেরন স্টল পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী*

## *মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মসূচিতে মিশন*

'আগে শুনুন, আমাদের শিশু ও যুবকদের প্রতি মনোযোগ দেয়াই হলো তাদের নিরাপদে বেড়ে ওঠার প্রথম পদক্ষেপ' এই প্রতিপাদ্যে ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয়। এ দিবস উদযাপনকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মসূচির মধ্যে ছিলো জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন, র‍্যালি, ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাদকবিরোধী শিক্ষামূলক উপকরণ নিয়ে স্টল প্রদর্শন এবং আলোচনা সভা। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্টল পরিদর্শন করেন এ সময় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ এবং অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

## *নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ঢাকা*

এ দিবস উদযাপন উপলক্ষে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল ইনহাউজে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিলো গান, নাচ আবৃত্তি এবং মাদকাসক্তের চিকিৎসাবিষয়ক সচেতনতামূলক নাটক "সামারার ফিরে আসা"।

### *গাজীপুর কেন্দ্র*

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৮ জুন গাজীপুরে জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গাজীপুরের আয়োজনে আহ্‌ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরের সহযোগিতায় মানববন্ধন ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় মাদক বিরোধী আলোচনা সভা এবং পুরস্কার বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সঞ্জীব কুমার দেবনাথ, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ড. দেওয়ান মুহম্মদ হুমায়ূন কবীর, জেলা প্রশাসক, গাজীপুর, বিশেষ অতিথি ছিলেন মো. রাসেল শেখ, পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, গাজীপুর, এবং রাসেল ইসলাম নূর, সহকারী পরিচালক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গাজীপুর। এছাড়াও গাজীপুর জেলার বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষকমণ্ডলী এবং বিভিন্ন মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রতিনিধি ও রিকভারীরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আহ্‌ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরের পক্ষ থেকে কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মো. আজিজুল হাকিমসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

### *যশোর কেন্দ্র*

২৬ জুন যশোর জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যশোরের আয়োজনে সকালে যশোর জেলা অফিস প্রাঙ্গনে, জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল, পুলিশ সুপার মো. আনিসুর রহমান ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর, বিভাগীয় পরিচালক (অতিঃ) মো. আবুল হোসেনের উপস্থিতিতে মানববন্ধন, র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যশোর কেন্দ্রের প্রতিনিধিগণ সকল গ্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে উক্ত দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে যশোর দড়াটানা মোড়ে, ভৈরবচত্তরে একটি পরামর্শ সেবা ও তথ্য কেন্দ্র স্টল ২ দিনব্যাপি পরিচালনা করা হয়, স্টলটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের, বিভাগীয় উপ-পরিচালক মো. আবুল হোসেন উদ্বোধন করেন।

এইদিন একই সাথে আহ্‌ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরের ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন ও রিকভারী সংবর্ধনা উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যশোর কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মো. আমিরুজ্জামান লিটনের সভাপতিত্বে, উক্ত সভায়, যশোর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. নাইমুর রহমান প্রধান অতিথি এবং দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিনিধি মো. মনিরুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

### *নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী*

১২ এপ্রিল আহ্‌ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত। সভায় নারী মাদকাসক্তি সমস্যা, চিকিৎসা ও এর প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন কাউন্সেলর আবিদা সুলতানা। আলোচনা সভাটি ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের, হেলথ সেক্টরের ট্রেনিং রুমে আয়োজন করা হয়।

নারী কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে বর্তমানে পরিবার নিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক আছেন এমন একজন নারী রিকোভারী এবং একজন রোগীর অভিভাবক তার সন্তানের চিকিৎসাকালীন সময় ও চিকিৎসা পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। স্টাফদের মধ্যে প্রোগ্রাম এ্যাসিসটেন্ট রেহানা খাতুন চিকিৎসা কেন্দ্রের রোগীদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

### *মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ১৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী*

৫ মে আহ্‌ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরের ১৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কেন্দ্রে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যার মাঝে ছিলো আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মানববন্ধন ও র‍্যালী ও র‍্যাফেল। মানববন্ধন ও র‍্যালিতে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, অভিভাবক ও বিভিন্ন জেলা থেকে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রিকভারীরা এবং স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। পবিত্র কোরআন তেলওয়াতের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয়। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক আজিজুল হাকিম। কেন্দ্রটির ১৪ বছরের পথচলা এবং বর্তমান চিকিৎসা কার্যক্রম,

*৬ মে, রাজধানীর শ্যামলীস্থ ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের নিজস্ব ভবনে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেনশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস ট্রেনিংয়ে দু'টি কারিকুলামে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের ফটোসেশন*

প্রতিবন্ধকতা ও ভবিষৎ পরিকল্পনা নিয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন কাউন্সেলর মাহমুদুল হাসান কবির। এরপর রিকভারিদের মধ্যে থেকে দুই জন রিকোভারি শেয়ারিং করেন। তারা তাদের মাদকাসক্ত হওয়ার পূর্বের জীবন, মাদকাসক্ত জীবন ও তার বর্তমান সুস্থ জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। অভিভাবক শেয়ারিং পর্বে একজন রোগীর অভিভাবক তার সন্তানের চিকিৎসাকালীন সময় ও চিকিৎসা পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। সভায় আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ সুস্থ আছেন এমন ১১ জন রিকভারীকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

### *গাজীপুরে আলোচনা সভা*

"নিয়মিত শরীর চর্চা, আত্মসচেতনতা এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে মাদকের মতো ভয়াবহতা থেকে আমরা তরুণরা রক্ষা পেতে পারি" মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় ৩০ মে রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা এই কথা বলেন। এদিন "আসুন মাদককে না বলি এবং মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি" স্লোগানে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুরের উদ্যোগে রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে মাদকবিরোধী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গাজীপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক এস এম রাসেল ইসলাম নূর এবং সভাপতিত্ব করেন রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ লে. কর্নেল মুহাম্মদ ইসহাক। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র গাজীপুরের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মো. আজিজুল হাকিম। এরপর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক এস এম রাসেল ইসলাম নূর বক্তব্য দেন। তিনি মাদকবিরোধী কার্যক্রমে অবদানের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রশংসা করেন। তিনি আরো বলেন, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এই বিষয়ে সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সভায় আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র গাজীপুরের কাউন্সেলর, মো. মাইদুল ইসলাম, সচিত্র উপস্থাপনার মাধ্যমে মাদকের ভয়াবহতার ওপর আলোচনা করেন। সভায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল মো. আশরাফুর রহমান।

*পুরস্কার গ্রহণ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান*

তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক ২০১৮

# প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেল ঢাকা আহছানিয়া মিশন। ২৪ মে ২০১৮ পিকেএসএফ আয়োজিত 'তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক ২০১৮' শীর্ষক অনুষ্ঠানে এ পদক প্রদান করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান। পুরস্কারের মধ্যে ছিল ক্রেস্ট ও চেক। উক্ত অনুষ্ঠানে দুইটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়- একটি প্রতিষ্ঠান এবং অন্যটি গবেষণা। গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা: এম মোস্তফা জামানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের পিকেএসএফ অডিটরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আব্দুল মালিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল করিম, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ড. শরীফ আহমেদ চৌধুরী, জাতীয় তামাকবিরোধী প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়কারী ডা. মাহফুজুর রহমান ভূইয়া। অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর প্রধান ইকবাল মাসুদ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এমন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৯০ সাল থেকে তামাকবিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

### *মনোসামাজিক শিক্ষা প্রদানবিষয়ক সভা*

২০ এপ্রিল, ১১ মে এবং ১ জুন আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে চিকিৎসাধীন রোগীর পরিবারের সদস্যদের জন্য মনোসামাজিক শিক্ষা প্রদানবিষয়ক তিনটি সভা আয়োজন করা হয়। সভায় বর্তমানে চিকিৎসাধীন রোগীর পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। সভাগুলোর শুরুতে আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকাসক্তি চিকিৎসার প্রাথমিক যাত্রা ভিডিও ক্লিপসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। পরে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মো. আজিজুল হাকিম। "মাদকাসক্ত ব্যক্তির সাথে পরিবারের সদস্যদের করণীয়" সম্পর্কে কাউন্সেলর মো. মাহমুদুল হাসান কবির এবং মাইদুল ইসলাম বিস্তারিত আলোচনা করেন।

*একএফ প্রতিনিধিরা ইএনবিসি প্রকল্পের লার্নিং সেন্টার পরিদর্শন করেন*

## এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি

# বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার শিশুদের জন্য কক্সবাজারে মিশনের শিক্ষা কার্যক্রম

**সাইফুল করীম ও শাহীন আক্তার**

**শিশুরা গভীরভাবে আতংকিত ও মানসিক চাপের মধ্যে পড়ায় তাদেরকে মানসিকভাবে চাপ মুক্তির বা ট্রমা থেকে মুক্তির জন্য মনোসামাজিক সহায়তা বা সাইকোসোশ্যাল সাপোর্ট দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।**

প্রায় এগারো লক্ষ বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক স্থানীয় ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় আশ্রয় নেয়। কোনো রকম পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় আশ্রয়শিবিরগুলোতে দেখা দিয়েছিল নানাবিধ সংকট। সরকার ও আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাসমূহ এগিয়ে আসে বিভিন্ন সহযোহিতা নিয়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী নির্যাতন আর এথনিক ক্লিনজিং এর এক নজির স্থাপন করে যা বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। এগিয়ে আসে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থা আর দেশীয় বিভিন্ন এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। আর্তমানবতার সেবায় বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সহায়তায় খুব দ্রুতই সাড়া দেয় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

সহিংসতা, নির্যাতন, দেশত্যাগের ধকল, পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব খেলার সাথীহীন হয়ে পড়ে অনেক শিশু, তাছাড়া কল্পনাতীত দুঃস্বপ্নের মতো বীভৎস অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এদেশে আসার কারণে এসব শিশুরা সবচাইতে অসহায় ও দুর্গত হয়ে পড়ে। শিশুরা গভীরভাবে আতংকিত ও মানসিক চাপের মধ্যে পড়ায় তাদেরকে মানসিকভাবে চাপ মুক্তির বা ট্রমা থেকে মুক্তির জন্য মনোসামাজিক সহায়তা বা সাইকোসোশ্যাল সাপোর্ট দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েণ কারণ এ ধরনের সহায়তা ছাড়া শিশুদের সংকট আরো ভয়াবহ হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে রোহিংগা শিশুরা এমনিতেই পিছিয়ে

আছে; তদুপরি এই সংকটগুলো তাদেরকে শিক্ষা সুযোগ থেকে আরো পেছনে ঠেলে দেয়ার আশংকা তৈরি হয়।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এ সকল শিশুদের জন্য সাইকোসোশ্যাল সাপোর্ট, লাইফসেভিং ইনফরমেশন, বেসিক লিটারেসি, নিউমারেসি ও জীবনদক্ষতাকে গুরুত্ব দিয়ে একীভূত আরলি লার্নিং এন্ড নন ফরমাল বেসিক এডুকেশন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এডুকেশন সেক্টর, ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় এসকল দুর্গত ও অসহায় শিশুদের জন্য কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় ENBC প্রকল্পের আওতায় ২০১৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০০টি কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে কাজ শুরু করে। ENBC প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১৯ নভেম্বর ২০১৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত।

আর ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় ও সেইভ দ্য চিলড্রেনের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে আরো ৭৩টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শুরু হয় SERB প্রজেক্ট। SERB প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১৪ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ১৩ জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

এডুকেশন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে এবং স্থানীয়ভাবে কর্মী নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগ দিয়ে দ্রুতগতিতে শুরু করা হয় এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি।

**প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ নিম্নরুপ**

প্রোগ্রাম আউটপুট ১ : নভেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শিশুদের জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় স্বত:স্ফূর্তভাবে গড়ে উঠা এবং অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরগুলোতে আরলি লার্নিং ও নন ফরমাল বেসিক এডুকেশন কেন্দ্র স্থাপন করা।

প্রোগ্রাম আউটপুট ২ : নভেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে ২১ হাজার শিশুর জন্য ২০০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মানসম্মত আর্লি লার্নিং ও নন ফরমাল বেসিক এডুকেশন প্রদান করা।

প্রোগ্রাম আউটপুট ৩ : নভেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শিশুদের জন্য গৃহীত শিক্ষা কর্মসূচিতে একটি জবাবদিহিতামূলক সুপারভিশন, কোঅর্ডিনেশন এবং সহায়তা কাঠামো স্থাপন করা।

প্রোগ্রাম আউটপুট ৪ : নভেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে একটি কার্যকর জরুরি প্রস্তুতি মোকাবিলায় সক্ষমতা কৌশল থাকা।

প্রোগ্রাম আউটপুট ৫ : শিক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে এবং সমাজ উন্নয়নের মাধ্যমে জরুরি অবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

ENBC প্রকল্পের জনবল : প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর-১ জন, ম্যানেজার ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস-১ জন, টেকনিক্যাল সুপারভাইজার-১ জন, সিনিয়র অফিসার মনিটরিং ডক্যুমেন্টশন এন্ড রিসার্চ-১ জন, টেকনিক্যাল অফিসার-৭ জন, অফিস এসিস্টেন্ট-১ জন, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার-২০জন, সাপোর্ট স্টাফ-৫ জন। মোট -৩৭ জন। এছাড়া হোস্ট কমিউনিটি থেকে ২০০ জন শিক্ষক এবং বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক কমিউনিটি থেকে ২০০ জন ল্যাংগুয়েজ ইনস্ট্রাক্টর নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

SERB প্রকল্পের জনবল : প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর- ১ জন, সিনিয়র অফিসার (MEAL)- ১ জন, একাউন্টস এন্ড এডমিন অফিসার-১ জন, টেকনিক্যাল অফিসার-৪ জন, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার- ১০ জন, সাপোর্ট স্টাফ-১ জন। মোট- ১৮ জন। এছাড়া হোস্ট কমিউনিটি থেকে ৭০ জন শিক্ষক এবং বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক কমিউনিটি থেকে ৫৯ জন ল্যাংগুয়েজ ইনস্ট্রাকটর নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

ক্যাম্প সংলগ্ন বালুখালী এলাকায় ২টি

*এসইআরবি প্রকল্পের একটি টিএলসি-তে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শিশুদের লেখাপড়া*

*মিশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা লার্নিং সেন্টার পরিদর্শন করেন*

ওয়্যারহাউজ ও ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, উখিয়া উপজেলায় ২টি প্রকল্প অফিস এবং কক্সবাজার শহরে স্থাপন করা হয়েছে ১টি লিয়াজোঁ অফিস যার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে ENBC ও SERB প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ। এছাড়া প্রধান কার্যালয় থেকে নিয়মিত চলছে সুপারভিশন ও মনিটরিং।

**কর্মপরিকল্পনা**

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ENBC প্রকল্পে নির্ধারিত ক্যাম্প এলাকায় ২০০টি টিএলএসি (Temporary Learning Centre) স্থাপন করে জরিপের মাধ্যমে ২১ হাজার ৮ জন বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার শিশুকে এডুকেশন ইন ইমারজেন্সি কর্মসূচিতে ভর্তি করা হয় এবং প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১ জন হোস্ট কমিউনিটির শিক্ষক এবং একজন বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে সকলকে ৭ দিনের আরলি লার্নিং ও বেসিক এডুকেশনের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া শিক্ষকদের জন্য রয়েছে বাই মান্থলি রিফ্রেশার্স। সকল স্টাফদের জন্য দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলা, হেলথ এন্ড হাইজিন, সাইকোসোশ্যাল সাপোর্ট প্রভৃতি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়। পর্যায়ক্রমে এ সকল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে কেন্দ্র পর্যায়ে শিশুদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। নিশ্চিত করা হয় শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক সকল ব্যবস্থা। কার্যকর সুপারভিশন ও মনিটরিং এর ফলে অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় অনেক শিশুই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

প্রতিটি কেন্দ্রে ৩টি শিফট পরিচালিত হয় যার প্রতিটি শিফটে থাকে ৩৫ জন শিশু। দুই ঘণ্টাব্যাপী ক্লাসে বেসিক লিটারেসি ও নিউমারেসি, জীবন দক্ষতা বিষয়ে কোন বাংলা ভাষা বা বর্ণ ব্যবহার করা হয় না। কেবলমাত্র ইংরেজি ও বার্মিজ ভাষায় শিক্ষাদান চলছে। ইউনিসেফ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার শিশুদের জন্য লার্নিং ফ্রেম ওয়ার্ক তৈরির কাজ চলছে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে হয়তোবা তা আন্তর্জাতিক গ্রেডসমূহের সমমানের স্বীকৃতি পাবে। এদিকে নির্ধারিত ডিজাইনে পর্যায়ক্রমে নির্মাণ করা হচ্ছে এলসি (Semi Permanent Learning Centre)। ইতোমধ্যে ২০০টি টিএলসির মধ্যে প্রায় ৭০টি কে এলসি তে আপগ্রেড করা হয়েছে এবং বালক ও বালিকাদের জন্য ৬০ টির মধ্যে ৩০টি দুই চেম্বার বিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী SERB প্রকল্পে নির্ধারিত ক্যাম্প এলাকায় ৭৩ টি টিএলএসি (Temporary Learning Centre) এর মধ্যে ১টি এলসি এবং ১০টি টিএলএসি স্থাপন করে ৯৮১ জন শিশুকে কর্মসূচির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে মোবাইল টিএলসি স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে। সহায়ক ও ইন্সট্রাকটারদের চার দিনের ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ ছাড়াও ইসিসিডি, দূর্যোগ ঝুকি প্রশমন, মনোসামাজিক সহায়তা ও অগ্নি নির্বাপন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে ইউনেসেফ ও সেভ দ্যা চিলড্রেনের সহায়তায় দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে এসব শিশুদের সহায়তা দেয়া হলেও ভবিষ্যতে অন্যান্য দাতা সংস্থার সহায়তায় এ কর্মকান্ড আরো বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নিয়ে এডুকেশন সেক্টর কাজ করে যাচ্ছে।

*ইএনবিসি স্টাফদের জন্য সাইকোসোস্যাল প্রশিক্ষণ*

***সাইফুল করীম**, কো-অর্ডিনেটর, মৌলিক শিক্ষা, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প ও*
***শাহীন আক্তার**, কো-অর্ডিনেটর, মৌলিক শিক্ষা, জয়ফুল প্রকল্প/ Sector Specialist, ENBC Project*

# নন-ফুড আইটেম

## ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মোট ১,৭৮০ পরিবারকে ১,৭৮০ টি উন্নত পরিবেশবান্ধব চুলা, ২ টি করে কম্বল, ১টি মশারী এবং ২,১৩,৬০০ কেজি ব্রিকেট প্রদান করেছে

"স্যার, তখন প্রচুর ঠান্ডা পড়েছিল। আমরা আর্মির কাছ থেকে দুইটা কম্বল এবং একটা মশারি (ছোট) পাই। কম্বলগুলো এত পাতলা ছিল যে, আমাদের ঠান্ডা কুলাতো না।" কথাগুলো বলছিলেন জহুরা বেগম (ছদ্মনাম) যিনি এখন একজন আশ্রিত হিসেবে কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার জামতলী "ই" ক্যাম্পে অবস্থান করছেন। স্বামী সন্তানসহ ৮ জন পরিবারের সদস্য সংখ্যা। জহুরা বেগম এবং তার পরিবার মিয়ানমারের মাংড জেলার তিময় গ্রামে বাস করতেন। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ মিয়ামার আর্মি হঠাৎ করে আক্রমণ করে এবং জহুরা বেগমের চোখের সামনে তার ভাইকে হত্যা করে এবং তার স্বামীকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে। ১৯ তারিখে আর্মিরা জহুরা বেগমের বাড়িতে আগুন দেয়– চোখের সামনে সবকিছু পুড়ে যেতে দেখে কিন্তু তারা কিছুই বলতে বা করতে পারে না। ২০ শে সেপ্টেম্বর জহুরা বেগম তার স্বামী সন্তান নিয়ে অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে ঢুকার পর আর্মিরা তাদেরকে জামতলী ক্যাম্পে নিয়ে আসে।

এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তখন অন্য কোন সংস্থার কাছ থেকে জহুরা বেগম মশারি এবং কম্বল পাননি। পরবর্তীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যখন নন ফুড আইটেমের আওতায় যোগ্য পরিবারদের তালিকা করেছিল তখন জহুরা বেগমকে নির্বাচন করা হয়। অন্যান্য পরিবারের মতো জহুরা বেগমকেও ২টি কম্বল এবং মশারি প্রদান করা হয়।

জহুরার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল জ্বালানীর জন্য কাঠ সরবরাহ করা। জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে তিনি তার বাচ্চাদের সাথে নিয়ে বনে যেতেন। তার মতো অনেক মানুষ ও জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে বনে প্রতিনিয়ত যাচ্ছেন। "স্যার- এই সময়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অফিসার আমাদের বলেছিলেন, তারা আমাদের নতুন এক ধরনের চুলা বিতরণ করবেন এবং জ্বালানি কাঠ দিবেন যা ব্রিকেট নামে বলতেন। যেহেতু তারা সেই একই পরিবারকে চুলা এবং ব্রিকেট দিয়েছিল, যারা কম্বল এবং মশারি পেয়েছিল। তাই আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছিলাম।"

বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের প্রতি মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতা অব্যাহত রয়েছে। ২৫ আগস্ট ২০১৭ এর পর প্রায় ৬ লাখ ১৫ হাজার বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রায় ৩ লাখ ১৪ হাজারের উপরে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক রয়েছেন যারা পূর্বে স্থানান্তরিত হন। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার বিভিন্ন ক্যাম্পে বর্তমান এবং পুরানো নিবন্ধিত বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ ৬০ হাজার ১৭৩ জন।

এই আশ্রিতদের বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে হাজার একর বনভূমি কেটে ক্যাম্প তৈরি করা হয়। পাহাড়ের সবুজ আবরণ এখন কমলা রঙের পলিথিন শীট দিয়ে আচ্ছাদিত। ক্যাম্পগুলো ঘনবসতিপূর্ণ। রান্নার কাজে মাটির চুলা এবং জ্বালানি হিসেবে গাছের ডালপালা ব্যবহার হচ্ছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মানবতার সেবার অংশ হিসেবে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নন-ফুড আইটেম তাদের মধ্যে একটা কার্যক্রম। প্রথাগত বিষয় বাদ দিয়ে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য শীতের সময় কম্বল, মশারি এবং ঐ একই পরিবারকে পরিবেশ বান্ধব চুলা এবং জ্বালানি হিসেবে ব্রিকেট প্রদান করেছে। ব্রিকেট হচ্ছে তুষ দিয়ে তৈরি একধরনের কয়লা কাঠ। যা একদিকে পরিবেশ বান্ধব অন্যদিকে গাছপালা নিধন থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ব্রিকেট জ্বালানি হিসেবে খুব অল্প পরিমাণে লাগে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মোট ১,৭৮০ পরিবারকে ১,৭৮০টি উন্নত পরিবেশবান্ধব চুলা, ২টি করে কম্বল, ১টি মশারি এবং ২,১৩,৬০০ কেজি ব্রিকেট প্রদান করেছে।

## চাঁদ সুলতানা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশের সুবিধাবঞ্চিত সিংহভাগ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে সাক্ষরতা কার্যক্রম হয়ে ওঠে প্রধান অনুঘটক। এই সাক্ষরতা কার্যক্রমের অন্যতম নিয়ামক উপাদান ছিল- সাক্ষরতা উপকরণ। যেসব উপকরণের লক্ষ্য ছিল মানুষকে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করার পাশাপাশি বিশ্লেষণমুখী, পরিবর্তনকামী ও তথ্যসমৃদ্ধ সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

এই নবযাত্রার বিশেষায়িত উপকরণ উন্নয়ন পরিমণ্ডলে যে ক'জন কুশলী বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত চাঁদ সুলতানা।

উপকরণ উন্নয়নে তার বিশেষত্ব ছিল- গ্রামীণ দরিদ্র অধিকারহীন নারী সমাজকে অগ্রাধিকার প্রদান। বিশেষ করে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ, তালাক, যৌতুক, নারী নির্যাতন, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ এর পাশাপাশি দুরারোগ্য ক্যান্সার এবং এইডস প্রতিরোধ, গর্ভবতি মা ও শিশুর যত্ন ইত্যাদি বিষয়সমূহ।

এসব উপকরণে যেমন বিষয় বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে উপস্থাপন আঙ্গিক ও ফর্মেটের বৈচিত্র্য। তাঁর রচিত উপকরণের সংখ্যা ৫০-এর অধিক। সহজ ভাষার এসব বৈচিত্র্যময় উপকরণের মধ্যে রয়েছে- প্রাইমার, ফ্লিপচার্ট, বুকলেট, পোস্টার, স্টিকার ইত্যাদি। প্রয়াত চাঁদ সুলতানা ১৯৫৩ সালের ২রা নভেম্বর ঢাকার গেন্ডারিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভুক্ত জগন্নাথ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে ১৯৯২ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

১৯৯২ সালের ২২ এপ্রিল মাত্র ৪৬ বছর বয়সে দুরারোগ্য ক্যান্সারে তার অকাল প্রয়াণ ঘটে। তার অকাল প্রয়াণ সাক্ষরতা পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করে বিশাল এক শূন্যতা। স্বল্পায়ু এই মহীয়সী নারী নিজের জীবনের বিনিময়ে রেখে গেছেন- এক অফুরন্ত ভাণ্ডার, সেই সাথে নিরলস কর্মের উজ্জ্বল এক অনুপ্রেরণা।

চাঁদ সুলতানার অনুদানকে স্মরণ রাখতে এবং ছড়িয়ে দিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যক্রম, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণে যারা নিরলসভঅবে কাজ করছেন তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদানে ২০০১ সাল থেকে 'চাঁদ সুলতানা পুরস্কার' প্রদান করে আসছে। এ পর্যন্ত ৬টি প্রতিষ্ঠান ও ৯ জন ব্যক্তিত্ব এ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। চাঁদ সুলতানা পুরস্কার দেশ ও মানুষের উন্নয়নে যুগযুগান্তরে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করবে।

# অধ্যাপক শফি
# চাঁদ সুলতানা পুর

*২২ এপ্রিল ২০১৮, ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মিলনায়তনে চাঁদ সুলতানা পুরস্কা অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এমপি*

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অত্যন্ত নিবেদিত হয়ে সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা থাকি কিংবা না থাকি, মিশনের মতো প্রতিষ্ঠান থাকলে দেশ এগিয়ে যাবে। আমরা যুদ্ধ করে পৃথিবী জয় করতে পারব না, শিক্ষা দিয়ে আমাদের জয় করতে হবে। এ জায়গাটি ঠিক হলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

২২ এপ্রিল ২০১৮ রাজধানীর ধানমন্ডির ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রধান কার্যালয়ে চাঁদ সুলতানা পুরস্কার ২০১৭ এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এবার চাঁদ সুলতানা পুরস্কার পেয়েছেন লেখক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শফিউল আলম। অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর কাছ থেকে এ পুরস্কার বাবদ অধ্যাপক শফিউল আলম এক লাখ টাকা ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ২০০১ সাল থেকে প্রতি বছর ২২ এপ্রিল এ পুরস্কার দেয়া হয়।

অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সরকারি খরচে স্কুলগামী শিশুদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য অনেকে আমাদের বলেছিল। এখানে বছরে খরচ পড়ত প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। সে ক্ষেত্রে অনেক কিছু করতে হতো। কিন্তু আমি মায়েদের তাদের সন্তানের জন্য দুপুরের খাবার দিতে বলি। প্রথমে আমার সংসদীয় আসনের দুই উপজেলায় এ নিয়ম শুরু হয়। আশা করছি ৩০ মের মধ্যে সারা দেশের মায়েরা বাচ্চাদের দুপুরের খাবার টিফিন বক্সে দিয়ে দেবেন।

সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বলেন, মন্ত্রী আমাদের মাঝে আসায় আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। একই সঙ্গে অধ্যাপক শফিউল আলম ও তার স্ত্রীকে ধন্যবাদ

# ফিউল আলমকে স্কার ২০১৭ প্রদান

*র ২০১৭ আনুষ্ঠানিকভাবে অধ্যাপক শফিউল আলমকে প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান*

জানাই। উপকরণ উন্নয়নবিদ মোস্তাগিসুর রহমান চাঁদ সুলতানার স্মৃতিচারণ করেছেন, তাকেও ধন্যবাদ জানাই।

লেখক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শফিউল আলম বলেন, আমাকে চাঁদ সুলতানা পুরস্কার দেয়ার জন্য আহ্ছানিয়া মিশনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অনুষ্ঠনে আমার তিন মেয়ে থাকলে তারা খুশি হতো। এখানে আমার সহধর্মিণী আছেন তিনি সবসময় আমার পাশে থাকেন। আমি আহ্ছানিয়া মিশনে কাজ করেছি। এ প্রতিষ্ঠানটি যুগ যুগ ধরে মানবসেবার কাজ করে যাচ্ছে।

উপকরণ উন্নয়নবিদ মোস্তাগিছুর রহমান চাঁদ সুলতানার স্মৃতিচারণ করে বলেন, অনন্তকালের ক্যানভাসে একটি জীবন পরিধিকে বিবেচনা করলে তা খুবই ছোট মনে হবে। কিন্তু কখনও কখনও মানুষের সৃজনশীলতা ও মানবিক কাজকর্ম এ ছোট পরিসরকে অন্তহীন করে তোলে। যেমনটা আমরা প্রয়াত চাঁদ সুলতানার জীবন ও কর্মের নির্যাস থেকে পাই। মাত্র ৪৬ বছরের স্বল্প জীবন পরিধিকে তিনি করে তুলেছেন শতায়ুর ব্যঞ্জনামণ্ডিত।

তিনি বলেন, চাঁদ সুলতানা মানুষকে ভালোবাসতেন। মানুষের সেবা করে গেছেন। তিনি বড় পদে থাকলেও কখনো আমরা তার ব্যবহারে তা বুঝতাম না। তিনি সবার সঙ্গে মিশতেন। কেউ কোনো বিপদে পড়লে চাঁদ সুলতানা নিজের তহবিল থেকে সাহায্য করতেন। মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করেছেন চাঁদ সুলতানা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সিনেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহনেওয়াজ খান, আহ্ছানিয়া মিশনের জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট ফেরদৌসী আক্তার প্রমুখ।

## পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের পরিচিত

**জন্ম ও শৈশবকাল:** শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও প্রাবন্ধিক অধ্যাপক শফিউল আলম কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার হারবাং গ্রামে ১৯৪৩ সালের ২৫ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম বজলুর রহমান এবং মাতার নাম রাশিদা খাতুন। ১৯৫২ সালে গ্রামের হারবাং মিডল ইংলিশ স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি ৫২'র ভাষা আন্দোলনের সপক্ষে মিছিলে অংশ নেন, বক্তৃতা করেন।

**শিক্ষাজীবন:** তিনি চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ১৯৬৪ সালে বাংলায় অনার্স ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে ব্রিটিশ সরকারের বৃত্তি নিয়ে এডিনবরার মুরে হাউজ অব কলেজ অব এডুকেশন এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে ডিগ্রি (PGEMA) লাভ করেন। তিনি ১৯৯১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড ডিগ্রি লাভ করেন।

**কর্মজীবন:** সাংবাদিক হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৩-১৯৬৪ সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত 'দৈনিক ইনসাফ' পত্রিকার সাব-এডিটর হিসেবে কাজ করেন। পরে ১৯৬৫ সালে শিক্ষকতায় যোগ দিয়ে তিনি চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, পটিয়া কলেজ, চাঁদপুর ডিগ্রি কলেজ, সরকারি জগন্নাথ কলেজ ও কুমিল্লা সরকারি গার্লস কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭০ সালে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের National Curriculum Development Center (NCDC) এ বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮৪ সালে স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড এবং NCDC-কে একীভূত করা হলে তিনি সেখানে বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান করেন।

১৯৯৩ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (BANBEIS)-এর পরিচালক পদে ও ১৯৯৯ সালে DIA-এর পরিচালক পদে যোগাদন করেন। ২০০০ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় শিক্ষাক্রম, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন, শিক্ষা গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন।

**সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও গবেষণা সংস্থায় সংশ্লিষ্টতা:** অধ্যাপক শফিউল আলম বাংলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, শিক্ষা উন্নয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র (ফ্রেপড), চট্টগ্রাম সমিতি ঢাকা ও চট্টগ্রাম-এর আজীবন সদস্য। তিনি শিক্ষাবিষয়ক জার্নাল বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকীর নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে এগারো বছর কাজ করেন। ২০০৩ সালে প্রকাশিত 'শিক্ষাকোষ'-এর অন্যতম সম্পাদক ও গণসাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত 'এডুকেশন ওয়াচ'-এর গবেষণার সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি সম্পৃক্ত আছেন।

**পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনা:** তিনি প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য বহু পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক উপকরণ, শিক্ষক নির্দেশিকা রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন।

তিনি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দূষণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপকরণ উন্নয়ন ও সম্পাদনায় এবং প্রশিকা ও ভার্ক এর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনায় অবদান রাখেন।

**সম্মাননা ও পুরস্কার:** শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য অধ্যাপক শফিউল আলমকে নানা প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত করা হয় এবং সংবর্ধনা ও সম্মাননা দেয়া হয়।

# বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

**মো. মনিরুজ্জামান**

*কক্সবাজারের উখিয়ায় জামতলি ক্যাম্পে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আচরণগত পরিবর্তন কার্যক্রম*

**বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের স্বাস্থ্যগত সমস্যাঃ** মিয়ানমারে বসবাসকালীন সময়ে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের স্বাস্থ্যবিষয়ক বৈষম্য এবং প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ২০১৬ সালে মেডিকেল সাময়িকী পত্রিকা ল্যান্সেটের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত শিশুরা কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, অপুষ্টি ও ডায়রিয়া রোগে ভোগে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হতে হতে তাদের প্রজনন সক্ষমতা হ্রাস পায়। প্রতি ১০০০ শিশুর মধ্যে ২২৪ জন শিশু জন্মের সময় মৃত্যুবরণ করে, যা মিয়ানমারের অন্যান্য অঞ্চল থেকে মৃত্যুহার ৪ গুণ বেশি (১০০০ জনে ৫২ জন অন্যান্য অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করে)। এটি রাখাইন রাজ্যের অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে ৩ গুণ বেশি (১০০০ জনে ৭৭ জন মৃত্যুবরণ করে)। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, মিয়ানমার সরকার দ্বারা পরিচালিত বাস্তুচ্যুত বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের শিবিরে ৪০% শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত যা মিয়ানমারের অন্য অঞ্চলগুলো থেকে ৫ গুণ বেশি।

বাংলাদেশে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের আশ্রয় শিবিরকে এখন 'পৃথিবীর বৃহত্তম' আশ্রয় শিবির বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। বর্তমানে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকসাফ আশ্রয় শিবিরে বসবাসরত বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শরণার্থীরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন, দুর্যোগ-ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। আশ্রয়শিবিরে বসবাসরত বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঘটছে। জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের সম্প্রতি পরিচালিত জরিপের তথ্য মতে, কুতুপালং আশ্রয়শিবিরে থাকা বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার শিশুদের ৭.৫ শতাংশই জীবনবিনাশী চরম অপুষ্টিতে ভুগছে। আশ্রয়শিবিরে থাকা বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মধ্যে অনেকেই এইডস রোগের মরনঘাতী ভাইরাস এইচআইভি-তে আক্রান্ত। আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন বলছে, কক্সবাজারের বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক ক্যাম্পগুলিতে এ বছর (২০১৮ সালে) ৪৮ হাজার শিশু জন্ম নেবে। সংস্থাটি আশঙ্কা করছে, অস্থায়ী ক্যাম্পে জন্ম হতে যাওয়া এই নবজাতকদের একটি বড় অংশ বিভিন্ন রোগ ও পুষ্টিহীনতার ফলে মারা যেতে পারে। এই বিরাট সংখ্যক শিশুর জন্ম প্রক্রিয়া, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি মোকাবেলা করা বাংলাদেশে কর্তৃপক্ষের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে পালিয়ে আসা বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মধ্যে বড় অংশটি নারী ও শিশু। সেভ দ্য চিলড্রেন বলছে, বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক ক্যাম্পে এবছর প্রতিদিন গড়ে কমপক্ষে ১৩০টি শিশু জন্ম নেবে, সংস্থাটির কর্মকর্তা ওলি চৌধুরী বলছেন, জনসংখ্যা এবং সন্তান জন্মদানের হারসহ কিছু বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তারা শিশু জন্মের এই হিসাব করেছেন। 'এখানে গর্ভবতী নারীর সংখ্যা এবং প্রতি ঘরে কত মানুষ বাস করে, সেটিও আমাদের একটি বিবেচনা ছিল। কারণ প্রায় দশ লাখের মতো বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক আছে, তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী। এদের মধ্যে প্রজননক্ষম মানুষের সংখ্যা বিচার করলে,

সহজেই বলা যায় যে এ বছর প্রায় ৫০ হাজার শিশু জন্ম নেবে'।

**ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প:** বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মানবিক সহায়তা প্রদানে বিগত সেপ্টেম্বর ২০১৭ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, হেল্থ সেক্টর, স্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে উখিয়ার ৫টি ক্যাম্পে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, হেল্থ সেক্টর এর বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত ক্যাম্পগুলিতে শিশু, নারী (বিষেশত গর্ভবতী নারী), ও পুরুষদের মাঝে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ক্যাম্পগুলি হলো:

১. জামতলী ক্যাম্প-১৫
২. বার্মাপাড়া ক্যাম্প-১৩
৩. থ্যাংখালী-ক্যাম্প-১৯
৪. বালুখালী ক্যাম্প-১২ এবং
৫. কুতুপালং-ক্যাম্প-১ই

**ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, হেল্থ সেক্টর এর বর্তমান চলমান প্রকল্প সমূহ:** সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নিম্নে উল্লেখিত স্বাস্থ্য প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে আসছে।

**১. প্রকল্পের নাম:** স্ট্রেনদেনিং এগজিসটিং হেল্থ সাপোর্ট টু বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক পিপল ইন উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার।

দাতাগোষ্ঠির নাম: ডাম, ইউকে।

প্রকল্পের মেয়াদ: ১৫ নভেম্বর ২০১৭ থেকে ১৫ মার্চ ২০১৮।

**প্রকল্পের কার্যক্রম ও সেবাসমুহ**

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প স্থাপন; স্যাটেলাইট স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প স্থাপন; গর্ভবতী ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা; প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা; এইচ.আই.ভি পরীক্ষা ও মনো সামাজিক কাউন্সেলিং; হেপাটাইটিস পরীক্ষা; পরিবার পরিকল্পনা সেবা; মা ও শিশু পুষ্টি সেবা; নাক, কান ও গলার চিকিৎসা; স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাবিষয়ক আচরণগত পরিবর্তন; স্টাফ দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণ; ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা ও সরকারি/বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়সাধন।

**প্রকল্পের কার্যক্রমসমুহ ও তার ফলাফল**

প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, মূল স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরুর পূর্বে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, কুতুপালং ক্যাম্পের লাম্বাশিয়া সিসি জোনে, লাম্বাশিয়া বাজারের পেছন পার্শ্বে ৩ রুম বিশিষ্ট ২টি সেমিপাকা ঘর স্থাপন করে যা উক্ত প্রকল্পের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে চিকিৎসা কক্ষ, ল্যাব কক্ষ, মনো-সামাজিক কাউন্সেলিংসহ অন্যান্য কক্ষের মাধ্যমে মিয়ানমার থেকে আগত শিশু, নারী ও পুরুষদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রটি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে এবং এই কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করার ফলে লাম্বাশিয়া সিসি জোনে বসবাসরত বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের স্বাস্থ্য সমস্যার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়।

**কুতুপালং কেন্দ্র থেকে ১৫ নভেম্বর ২০১৭ থেকে ১৫ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক জনগোষ্ঠীকে প্রদানকৃত স্বাস্থ্যসেবা চিত্র:** এই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রটি, শুক্রবার ও সরকারি অন্যান্য ছুটির দিন ব্যতীত, প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চিকিৎসাসেবা প্রদান করে। কুতুপালং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে ১ জন চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী সহযোগে, প্রকল্পকালীন সময়ে সর্বমোট ১৮ হাজার ৫৬৭ জন বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এসব রোগীর মধ্যে মহিলা সেবাগ্রহীতা ১০ হাজার ২৬৩ জন এবং পুরুষ সেবাগ্রহীতা ৮ হাজার ৩০৪ জন।

**কুতুপালং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের রোগভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা চিত্র:** কুতুপালং স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পের রোগভিত্তিক সেবা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অত্র কেন্দ্র থেকে ৪ মাসে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে সর্বমোট ৮৫৫৫ জন রোগীকে, নাক, কান ও গলা রোগের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে সর্বমোট ৫৪৩৮ জন রোগীকে; চর্মরোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে ১১৮৪ জন রোগীকে। সব মিলিয়ে ১৮৯৮৪ জনকে রোগভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

**২. প্রকল্পের নাম: এসএইচপিআর**

দাতাগোষ্ঠীর নাম: DFID-UNOPS, CAID

প্রকল্পের মেয়াদ: ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে ১৫ জুন ২০১৮।

**প্রকল্পের কার্যক্রম ও সেবাসমুহ:** মাল্টিপারপাস স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন-৩ টি; স্যাটেলাইট স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প স্থাপন-৭টি; গর্ভবতী ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা; প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা; পরিবার পরিকল্পনা সেবা; মা ও শিশু পুষ্টি সেবা; নাক, কান ও গলার চিকিৎসা; আরটিআই/এসটিআই সেবা; প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক আচরণগত পরিবর্তন; স্টাফ প্রশিক্ষণ; ল্যাবরেটরি পরীক্ষা (সি.বি.সি, ইউরিন আর/এম/ই, ব্লাড সুগার, ব্লাড গ্রুপ, এইচ.বি.এস.এজি, পি.টি ও ব্লিডিং/ক্লটিং টাইম); অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস; ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা ও সরকারি/বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়সাধন।

**প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ ও তার ফলাফল**

এসএইচপিআর প্রকল্পটি ২০১৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকে কার্যক্রম শুরু হয়। কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এস.এইচ.পি.আর টিম ৩টি মাল্টিপারপাস সেন্টার স্থাপন করে। সেন্টারগুলো মূলত বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক ক্যাম্পে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থাপিত হয়। এই সেন্টারগুলিতে মেডিকেল অফিসার ও

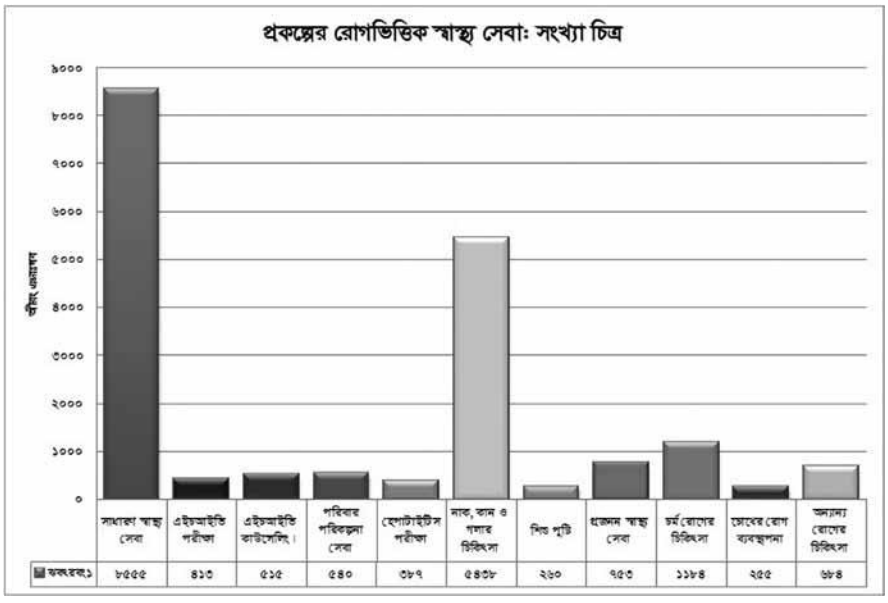

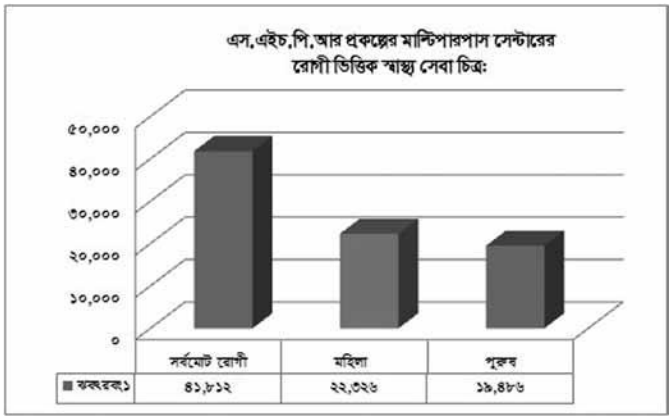


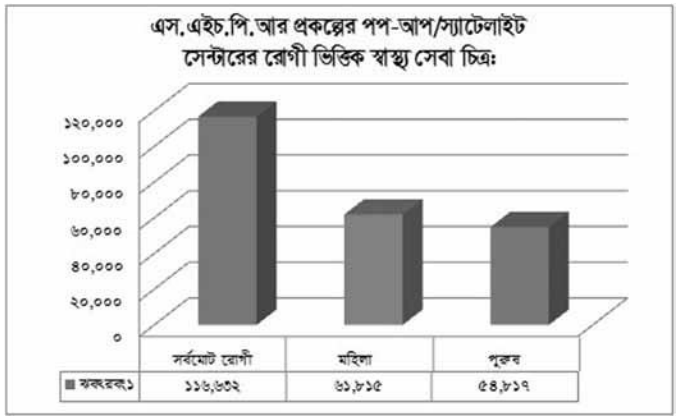


নার্স প্যারামেডিক সমন্বয়ে একটি টিম, রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগীর শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ল্যাব পরীক্ষা সম্পন্ন করার মাধ্যমে গুণগত সেবা প্রদান করা হয়।

**৩টি মাল্টিপারপাস সেন্টার**

১. জামতলী ক্যাম্প মাল্টিপারপাস সেন্টার (৮টি রুম, রোগী অপেক্ষাগার শেড ২টি সমন্বয়ে স্থাপনা)।
২. থ্যাংখালী ক্যাম্প মাল্টিপারপাস সেন্টার, (১৬টি রুম সমন্বয়ে স্থাপনা)।
৩. বালুখালী ক্যাম্প মাল্টিপারপাস সেন্টার (১৬টি রুম সমন্বয়ে স্থাপনা)।

**৭টি পপ-আপ বা স্যাটেলাইট স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রঃ** কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, জামতলী, বার্মাপাড়া ও খ্যাংখালি ক্যাম্পে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এস.এইচ.পি.আর টিম ৭টি পপ-আপ বা স্যাটেলাইট স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন করে, এর মধ্যে ৩টি কেন্দ্র তাঁবুতে স্থাপন করা হয় এবং ৪টি কেন্দ্র বাস এবং ত্রিপল দিয়ে স্থাপন করা হয়। স্যাটেলাইট স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলি মূলত ডাক্তার ও নার্স/ প্যারামেডিক সমন্বয়ে, বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক ক্যাম্পের ব্লকভিত্তিক রিমোট ও পাহাড়ি এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। উদ্দেশ্য, স্যাটেলাইট স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে রিমোট ও পাহাড়ের উপর বসবাসরত বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের নবজাতক, গর্ভবতী ও বয়স্ক অসুস্থ মানুষের দ্বার প্রান্তে সেবা পৌঁছে দেয়া। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এস.এইচ.পি.আর টিমের, স্যাটেলাইট স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ব্যপক সফলতা লাভ করে এবং প্রসংশিত হয়।

**এস.এইচ.পি.আর প্রকল্পে ১৭ ডিসম্বর ২০১৭ থেকে ১৬ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের প্রদানকৃত স্বাস্থ্যসেবা চিত্রঃ** এস.এইচ.পি.আর প্রকল্পের আওতায় উখিয়া উপজেলায় অবস্থিত ৪টি (জামতলী, বার্মাপাড়া, থ্যাংখালী ও বালুখালী) ক্যাম্পে, ৩টি মাল্টিপারপাস সেন্টার ও ৭টি পপ-আপ/স্যাটেলাইট ক্যাম্পের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এস.এইচ.পি.আর প্রকল্পের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও স্যাটেলাইট কেন্দ্রের মাধ্যমে শুক্রবার ও সরকারি অন্যান্য ছুটির দিন ব্যতীত, প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চিকিৎসাসেবা চালু থাকে। উক্ত প্রকল্পের ১৮ জন্য এমবিবিএস, ১৮ জন নার্স/প্যারামেডিক, স্বাস্থ্য কর্মী, ৫৫ স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য কর্মী সহযোগে, প্রকল্পকালীন সময়ে ৩টি মাল্টিপারপাস সেন্টার ও ৭টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর মাধ্যমে গত ৪.৫ মাসে সর্বমোট ১ লাখ ৫৮ হাজার ৪৪৪ জন বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে মহিলা সেবাগ্রহীতা ৮৪ হাজার ১৪১ জন এবং পুরুষ সেবাগ্রহীতা ৭৪ হাজার ৩০৩ জন।

**এসএইচপিআর প্রকল্পের দুটি সেন্টারের রোগীভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা চিত্র**

প্রকল্পকালীন সময়ে ৩টি মাল্টিপারপাস সেন্টার এর মাধ্যমে বিগত ৪.৫ মাসে সর্বমোট ৪১,৮১২ জন বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। এই ৪১,৮১২ জন রোগীর মধ্যে মহিলা সেবাগ্রহীতা ২২,৩২৬ জন এবং পুরুষ সেবাগ্রহীতা ১৯,৪৮৬ জনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। আর ৭টি পপ-আপ সেন্টার এর মাধ্যমে ১ লাখ ১৬ হাজার ৬৩২ জন বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে মহিলা সেবাগ্রহীতা ৬১ হাজার ৮১৫ জন এবং পুরুষ সেবাগ্রহীতা ৫৪ হাজার ৮১৭ জন।

*রোগীকে পরামর্শ ও ওষুধ প্রদান*

**উপসংহারঃ** অস্ট্রেলিয়ার Lowy Institute-এর গবেষক খালিদ কোসার ও লাইলা সুমিডি লোসান বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক পরিস্থিতিকে টাইম বোমা'র সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক সমস্যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উগ্রবাদ বিস্তার করতে পারে। এই আশঙ্কা অমূলক নয়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, হতাশা ও নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়া বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক জনগোষ্ঠীর অনেকেরই বিভিন্ন অপরাধে যুক্ত হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের কারো কারো মধ্যে অপরাধপ্রবণতার হার বেশি। উখিয়া ও টেকনাফের আশ্রয়শিবিরগুলোতে নিজেদের মধ্যে মারামারির ঘটনাও ঘটেছে। স্থানীয় জনগণ, ত্রাণ বিতরণ কর্মী, এনজিওকর্মী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ওপরও তারা হামলা করেছে। এ ছাড়া বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের অনেকেই সক্রিয় আছে ইয়াবা, মাদক ও মানব পাচারের মতো জঘন্য অপরাধীচক্রের সঙ্গে। বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক সমস্যা বাংলাদেশের নয়। এ সমস্যার পেছনে বাংলাদেশের কোনো ভূমিকাও নেই। সমস্যার সৃষ্টি ও কেন্দ্রবিন্দু মিয়ানমারে, সমাধানও সেখানে। তাই প্রয়োজন আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে মিয়ানমারকে বাধ্য করা।

*লেখক: **মো. মনিরুজ্জামান**, প্রকল্প সমন্বয়কারী*
*স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন*

# সুপেয় পানির বিশেষ ব্যবস্থা

**উখিয়ার জামতলি ও হাকিমপাড়া ক্যাম্পে ৫ হাজার ৫৫০ জন মানুষকে সুপেয় পানির সুবিধা দিতে ১১টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়।**

২৫ আগস্ট ২০১৭ তে মিয়ানমারের রাখাইনে ছড়িয়ে পড়া সংঘর্ষে ১০ লাখেরও বেশি মানুষ সেখান থেকে উৎখাত হয় এবং তারা সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফে আশ্রয় গ্রহণ করে। বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত এসব মানুষের জন্য এগিয়ে আসে সরকার এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ওয়াশ সেক্টর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ওয়াশ সেক্টর বাংলাদেশ সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে ২১ জানুয়ারি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার জামতলি ও হাকিমপাড়া ক্যাম্পে ওয়াশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদন পায়। ৫ হাজার ৩৩৮টি পরিবারে ২১ হাজার ৩৫০ জন উপকারভোগীকে লক্ষ্য রেখে এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদন পায়। এর মধ্যে ১১ হাজার ৮৪ জন নারী ও ১০ হাজার ২৬৬ জন পুরুষ। এছাড়াও ৮ হাজার ৪২৯ জন শিশু।

**গভীর নলকূপ স্থাপন :** কক্সবাজারে বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়া বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত এসব মানুষের নিরাপদ পানির জন্য ৮০০ থেকে ১০০০ ফুট গভীরে নলকূল স্থাপন করে আহ্ছানিয়া মিশনের ওয়াশ সেক্টর। যেন শুষ্ক ও বর্ষাসহ সকল মৌসুমেই তারা সুপেয় পানি পেতে পারে। প্রতি ১০০ জন মানুষের জন্য একটি নলকূপ স্থাপন করা হয়। এই এলাকায় কিছু অগভীর নলকূপ রয়েছে। কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে এসকল নলকূপে পানি পাওয়া যায় না। এ জন্য সরকার নির্ধারিত উখিয়ার জামতলি ও হাকিমপাড়া ক্যাম্পে ৫ হাজার ৫৫০ জন মানুষকে সুপেয় পানির সুবিধা দিতে ১১টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ওয়াশ সেক্টরের প্রকৌশলীর নির্দেশনা অনুযায়ী এসব নলকূপ স্থাপনের কাজ পরিচালিত হয়।

**হাউজহোল্ড ভিত্তিক ল্যাট্রিন :** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ওয়াশ সেক্টর দীর্ঘস্থায়ী ল্যাট্রিনের কথা বিবেচনা করেই প্রতিটিতে ১০ রিং বিশিষ্ট টুইন পিট ল্যাট্রিন স্থাপন করে। ১০টি পরিবারের জন্য একটি করে ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়। এই ল্যাট্রিনগুলো তৈরির উপকরণগুলো হলো- ইট, সিমেন্ট, বালি, কাঠ, ঢেউটিন ও বাঁশ।

*এই ল্যাট্রিনগুলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ওয়াশ সেক্টরের প্রকৌশলীর নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়।*

প্রতিবেদন চলাকালীন ৩৯৭৫ জন ব্যক্তির সেবা দেয়ার জন্য ৮১টি ল্যাট্রিন স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে ৮০টি ল্যাট্রিন তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়। এই ল্যাট্রিনগুলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ওয়াশ সেক্টরের প্রকৌশলীর নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

**নিরাপদ স্বাস্থ্য এবং সচেতনতা :** এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা পর্যন্ত ১৪০টি Hygiene promotion সেশন পরিচালিত হয়েছে। ৩ হাজার ২৪৭ জন নারী ও ২ হাজার ৬০৭ জন পুরুষ মোট ৫ হাজার ৮৫৪ জন এই সেশনে অংশগ্রহণ করে। এসকল সেশনে খোলা জায়গায় মলত্যাগের নীতিবাচক প্রভাব পরিবারে Hygiene practice-এর গুরুত্ব ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও ১৩৬টি ওয়াটার সেফটি প্ল্যান সেশন পরিচালনা করা হয়। ৫ হাজার ৫৮ জন বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত এসকল ব্যক্তি এই সেশনের অংশগ্রহণ করে। যারমধ্যে পুরুষ ছিল ২ হাজার ৩০৩ জন এবং নারী ছিল ২ হাজার ৭৫৫ জন। এই সেশনগুলোর মাধ্যমে ক্যাম্পে তারা কীভাবে পানির উৎস থেকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পানি ব্যবহার করবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে উৎসস্থলে পানি নিরাপদ রাখা, সংগ্রহ, পরিবহন, সঞ্চয় এবং পানির ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

**হাত ধোয়া :** মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করে ওয়াশ প্রমোটররা হাত ধোয়া প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিচালনা করে। উখিয়া উপজেলার জামতলি ক্যাম্পে বসবাসরত এসকল বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করে। সর্বমোট ১৯০টি সেশন পরিচালিত হয়। যেখানে ৩ হাজার ২৪৯ জন পুরুষ ও ৪ হাজার ৩৭১ জন নারীসহ মোট ৭ হাজার ২২০ জন অংশগ্রহণ করে। এই প্রদর্শনী পরিচালনা করতে Hygiene সামগ্রী হিসেবে সাবান, পানি এবং তোয়ালে ব্যবহার করা হয়।

*৮০০ থেকে ১ হাজার ফুট গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়*

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ওয়েস্টবিন বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়।

**রজঃস্রাব সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা :** জামতলি ক্যাম্পে বসবাসরতদের জন্য ১২টি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কিশোরীদের জন্য ২১টি রজঃস্রাব সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সেশন পরিচালিত হয়। সর্বমোট ৫২৬ জন কিশোরী এসকল সেশনে অংশগ্রহণ করে এবং রজঃস্রাব সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন হয়।

এছাড়াও ডাম ওয়াশ সেক্টরের প্রতিনিধিরা কক্সবাজারে ডিপিএইচই অফিসে প্রতি শনিবার অনুষ্ঠিত আইএসসিজি সভায় অংশগ্রহণ করেন। জামতলি ক্যাম্পে ইন্টারসেক্টর সাপ্তাহিক সভায় অংশগ্রহণ করে এনজিও ফোকালদের সভা ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ করে।

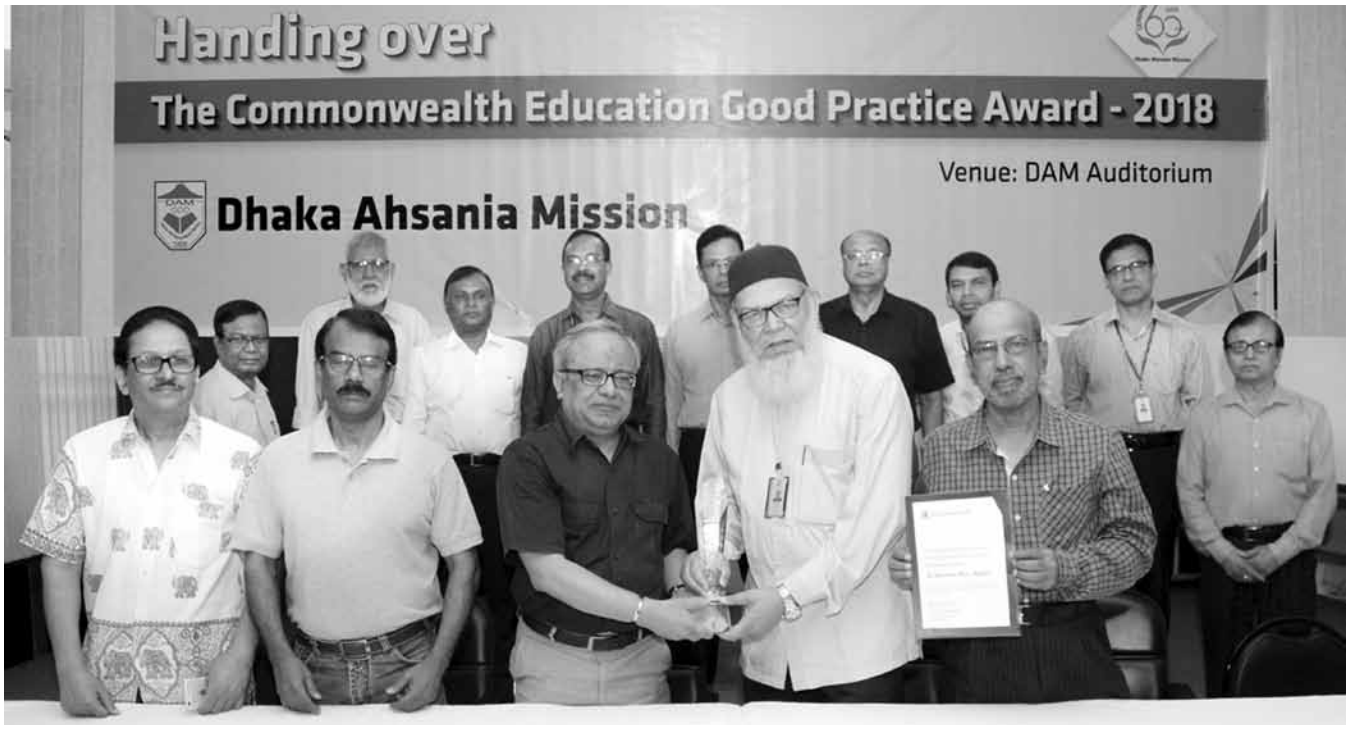


*প্রকল্প পরিচালক গোলাম ফারুক হামিমের কাছে ট্রফি হস্তান্তর করছেন ডাম প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম*

# কমনওয়েলথ গুড প্র্যাকটিস অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ প্রাপ্তি উদযাপন

ঝরে পড়া ও স্কুল বহির্ভূত শিশুদের মানসম্মত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় মাল্টিগ্রেড টিচিং লার্নিং (এমজিটিএল) মডেলের জন্য কমনওয়েলথ এডুকেশন গুড প্র্যাকটিস অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ উদযাপন করা হলো ৯ এপ্রিল ২০১৮। এদিন পুরস্কারের ট্রফি ও সনদ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিক-২ প্রকল্পের ডিরেক্টর গোলাম ফারুক হামিমের কাছে হস্তান্তর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এর আগে পুরস্কারের ট্রফি এবং কমনওয়েলথ মহাসচিব স্বাক্ষরিত সনদ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে এসে পৌঁছায়।

উল্লেখ্য, কমনওয়েলথভুক্ত ৫৩টি দেশের মধ্যে এ বছর শুধুমাত্র এই মডেলটি স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

দেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় সৃজনশীল চাহিদাভিত্তিক শিখন-শেখানো পদ্ধতির উদ্ভাবনে ও প্রয়োগে ইতোমধ্যে ইউনিক মাল্টিগ্রেড মডেলটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। ২০০৭ সাল থেকে মিশনের ইউনিক প্রকল্পটি মাল্টিগ্রেড শিখন-শেখানো পদ্ধতির মাধ্যমে ঝরে পড়া ও স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করছে।

> “ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর এ শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতিটি মিশনের সেকেন্ড চান্স এডুকেশন, ডাম-সিএলসি, ডাম-ম্যারিকো, ইউসিএলসি, জয়ফুল ইত্যাদি কর্মসূচিতেও বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে।”

ইউনিক মাল্টিগ্রেড মডেলটির বিশেষত্বই হলো শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ভিত্তিক গ্রেড প্লেসমেন্ট এবং অ্যাসেসমেন্ট। ফলে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীটি তার নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারলেই পরবর্তী গ্রেডে উত্তীর্ণ হতে পারছে। এতে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থী বাড়তি সময় ব্যয় না করে শিক্ষার পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর এ শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতিটি মিশনের সেকেন্ড চান্স এডুকেশন, ডাম-সিএলসি, ডাম-ম্যারিকো, ইউসিএলসি, জয়ফুল ইত্যাদি কর্মসূচিতেও বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশে শিশুদের জন্য যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার চারটি বিশেষ মডেল নির্বাচন করে, তার একটি হচ্ছে ইউনিক পাঁচকাজ ভিত্তিক মাল্টিগ্রেড মডেল। পিইডিপি-৩ এর আওতায় সরকার সেকেন্ড চান্স প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে এ মডেলটি দেশের বিভিন্ন এলাকায় ঝরে পড়া ও স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের জন্য বাস্তবায়ন করছে।

# "সমৃদ্ধ দেশ গঠনে নৈতিক শিক্ষা" কোর্সের উদ্বোধন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই) এদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ সংক্রান্ত একটি নৈতিক শিক্ষা কোর্স শুরু করেছে। এরই অংশ হিসেবে ৮ মে ২০১৮ রাজধানীর ফার্মগেটস্থ আইডিয়াল কমার্স কলেজের মিলনায়তনে "সমৃদ্ধ দেশ গঠনে নৈতিক শিক্ষা" কোর্সের উদ্বোধন হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ড. গোলাম রহমান, অতিরিক্ত সচিব মাহমুদ হাসান, স্থপতি এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হাবীব, শিক্ষানুরাগী এবং উদ্যোক্তা ড. হালিম পাটোয়ারীসহ বিশিষ্ট জনেরা।

উক্ত অনুষ্ঠানে সিইই-এর কার্যক্রম বিষয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিইই-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। নৈতিক শিক্ষা কোর্স বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন সিইই-এর প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর মো. সাইফুজ্জামান রানা।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএসএ নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ইসলামিক কমিউনিটি (নাবিক)-এর প্রতিনিধি ড. আবু বকর আহমেদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইডিয়াল কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ মো. বিল্লাল হোসেন। অনুষ্ঠান ঘোষণা এবং অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন সিইই-এর প্রজেক্ট ম্যানেজার আনিসুল কবির জাসির।

# ই-বুক উন্নয়ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা

*কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য দিচ্ছেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস. এম. খলিলুর রহমান*

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অডিটরিয়ামে ৪ এপ্রিল ২০১৮ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষে ই-বুক উন্নয়ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ড. এস. এম. খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউএসএআইডি-এর ঊর্ধ্বতন শিক্ষা উপদেষ্টা মো. সহিদুল ইসলাম, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ড. জেমস জেনিংস, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সদস্য (পাঠ্য পুস্তক) অধ্যাপক ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক প্রশিক্ষণ মো. আব্দুর রউফ।

কর্মশালায় ডিকোডেবল ও লেভেল বই উন্নয়নের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। এতে ব্লুম সফটওয়ারের মাধ্যমে উন্নয়নকৃত ডিকোডেবল ও লেভেল বই-এর উপযোগিতা ও ব্যবহার বিষয়ক আলোচনা প্রাধান্য পায়।

# কিশোরগঞ্জে গুণগত শিক্ষা প্রদানে কাজ করছে ডাম

কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী বলেছেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বিশ্বের মধ্যে একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থাটি কিশোরগঞ্জে গুণগত শিক্ষা প্রদানে কাজ করছে। এ জেলায় ৪ হাজার ৪৪০ স্কুলবহির্ভূত শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও প্রকল্পের কার্যক্রম জেলা প্রশাসনকে অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সম্প্রতি কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) রিচ আউট টু এশিয়ার (রোটা) আর্থিক সহযোগিতায় ২০১৭ সালের অক্টোবর থেকে কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা ও মিঠামইন উপজেলায় তিন বছর মেয়াদি জয়ফুল প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪ হাজার ৪৪০ স্কুলবহির্ভূত শিশুকে মানসম্মত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী বলেন, হাওর অঞ্চলে গুণগতমান বজায় রেখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ডাম কাজ করবে বলে আশা রাখি। হাওরে বর্ষা মৌসুমে শিক্ষার্থীদের নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা দিলে ৪ হাজার ৪৪০ শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপস্থিতি আরও বাড়ানো যাবে।

ডামের উপদেষ্টা এবং প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কিশোরগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরফদার মো. আক্তার জামিল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) গোলাম মোহাম্মদ ভূঁইয়া, সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবদুল্লাহ আল্ মাসউদ। বিশেষ অতিথি তরফদার মো. আক্তার জামিল বলেন, প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে সরকারের পক্ষ থেকে বই দেওয়া হচ্ছে। সরকারি শিক্ষা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিরা ডামের কার্যক্রমের প্রতি নজর রাখলে শিক্ষা কার্যক্রম আরো ফলপ্রসূ হবে।

সভাপতির বক্তব্যে সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ডাম উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় যে মান অর্জন করছে তা সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে চায়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ডামের মাল্টিগ্রেড মডেল এরই মধ্যে দেশে ও বিদেশে কার্যকরী মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। দেশের শিক্ষা অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সরকারের সঙ্গে ডাম কাজ করছে। স্বাগত বক্তব্য দেন জয়ফুল প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক এবিএম সাহাবউদ্দিন এবং প্রকল্পের ওপর উপস্থাপনা তুলে ধরেন মনিটরিং ও ইভালুয়েশন সমন্বয়কারী শফিকুর রহমান। সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাম-সেকেন্ড চান্স প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোদাচ্ছের হোসেন, জয়ফুল প্রকল্পের মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন কো-অর্ডিনেটর শেখ শফিকুর রহমান, ডামের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক হারুন-অর রশিদ, মনিটরিং কর্মকর্তা মো. রিপন উদ্দিন খান, ইটনা ও মিঠামইন উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা, রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন পেশাজীবী সমাজের প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা উৎসাহী ব্যক্তিরা। উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন চলতি শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৯ জেলার ৭৯টি উপজেলায় ৫ লাখ ৪৬ হাজার ২৩ শিক্ষার্থীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে।

# সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের চিড়িয়াখানা পরিদর্শন

প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য ও প্রাণিজগৎ সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের জন্য ডামের শিক্ষা কর্মসূচির এডুএম্প প্রকল্পের সুবিধা-বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের একটি এক্সপোজার ভিজিট আয়োজন করা হয়। ২৫ এপ্রিল ২০১৮ ঢাকার মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানায় ২২০ জন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য ও প্রকল্প কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী এ আনন্দময় এক্সপোজার ভিজিটে শিক্ষার্থীরা চিড়িয়াখানায় নানা রকমের দেশি বিদেশি জীব-জন্তু ছাড়াও কয়েকশত প্রজাতির পাখি দেখে জ্ঞান লাভ করে।

# প্রাথমিক শিক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা

*বিশেষজ্ঞ বক্তারা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন*

১৩ মে ২০১৮, প্রাথমিক শিক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নবিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ আয়োজিত এই আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইউনিক-২ প্রকল্পের পরিচালক গোলাম ফারুক হামিম। দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ-এর যুগ্ম সম্পাদক কাজী আলী রেজা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

গোলটেবিল আলোচনার সূচনা বক্তব্য প্রদান ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান।

অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ে ইউনিক-২ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর বেসিক এডুকেশন ছালেহা আক্তার।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর মহাপরিচালক মো. শাহ আলম।

মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রাথমিক শিক্ষার সিলেট ও ঢাকা বিভাগীয় উপপরিচালক তাহমিনা খাতুন এবং ইন্দুভূষণ দেব এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা মাহফুজা খাতুন; জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর বিষয় বিশেষজ্ঞ নজরুল ইসলাম এবং মাজহারুল ইসলাম খান; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক অধ্যাপক নাজমুল হক, ব্যানবেইসের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক শফিউল আলম, ইউনেস্কো-বাংলাদেশের প্রোগ্রাম অফিসার শিরীন আক্তার, গণ-সাক্ষরতা অভিযানের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক সাকিবা খাতুন, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থাপক নজরুল ইসলাম, এডিডি ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডিরেক্টর শফিকুল ইসলাম, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান মুরশিদ আক্তার এবং সেভ দ্য চিলড্রেনের সেকেন্ড চান্স প্রজেক্টের চিফ অব পার্টি রফিকুল ইসলাম সাথী এবং ইউনিক স্কুলের শিক্ষক হালিমা খাতুন।

এ ছাড়াও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিচালক কর্মসূচি ড. খাজা শামসুল হুদা, সিনেড-এর প্রধান নির্বাহী শাহনেওয়াজ খান এবং শিক্ষা কর্মসূচি প্রধান সাহিদুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। অংশগ্রহণকারীগণ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রাথমিক শিক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের বিষয় সম্পর্কে অবহিত হন এবং প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের শেয়ার কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পটি আর্থ-সামাজিকভাবে অনগ্রসর ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রত্যন্ত, দুর্গম, চর, উপকূল, দ্বীপ ও শহরের বস্তিতে বসবাসকারী প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী বয়সের সকল শিশুকে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করছে।

# ইউনিক-২ প্রকল্পের স্থায়িত্বশীলতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

*প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী এলআরসি, সিএজি, সিএমসি, ইউইএসসি কমিটির সদস্য, সুশীল সমাজের সদস্য এবং ইউনিয়ন সুপারভাইজার*

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে এ দেশের স্থানীয় কমিউনিটিকে সচেতন ও সক্রিয় করা জরুরি। যে কোন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন তথা এলাকার সার্বিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির সম্পৃক্ততা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর সাথে কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন যাতে তারা নিজেদের উন্নয়নের জন্য নিজেরাই এগিয়ে আসে। যখন সমাজের মানুষ সমাজে বিদ্যমান সমস্যা নিজেরা চিহ্নিত করে এবং সমাধানের লক্ষ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালনে দায়িত্ব নেয়, তখন সে উদ্যোগ সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। কেবলমাত্র কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করে, অংশগ্রহণ করানোর মধ্য দিয়ে নাগরিক সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা ও গণজাগরণ সৃষ্টি করা সম্ভব।

প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী বয়সের সকল শিশুকে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে, একটি সহযোগিতামূলক ও সমন্বিত মৌলিক শিক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে ২০০৭ সাল থেকে ইউনিক প্রকল্পের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৬ বছরব্যাপী ইউনিক-২ প্রকল্প কাজ করছে ডিসেম্বর, ২০১১ সাল থেকে দেশের ২৬টি জেলার ৮৪টি উপজেলায়। ভৌগোলিক অবস্থানের বৈচিত্র্যতা, দুর্গমতা ও আর্থসামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে এ দেশের প্রায় ৩ লক্ষাধিক সহজ সরল বঞ্চিত শিশু ৪২৩০টি শিশু শিখন কেন্দ্র (সিএলসি)-এর মাধ্যমে লেখাপড়ার সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে। ইউনিক-২ প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য ১৪টি কার্যক্রমকে মূল কার্যক্রম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, তার মধ্যে কমিউনিটির সম্পৃক্ততা অন্যতম একটি কার্যক্রম।

বর্তমানে ইউনিক-২ প্রকল্পের বর্ধিত সময়ের কাজ চলছে। ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর ও রাঙামাটি এই ৫টি অঞ্চলে বর্তমানে ১০০০ সিএলসি চলছে। ইতোমধ্যে ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তে ৬৫৬ টি সিএলসি স্থানীয় কমিউনিটির কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে।

ইউনিক-২ প্রকল্প ফেইজ আউট হওয়ার পর স্থানীয় কমিউনিটি যেন প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে সিএলসিগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে দুইদিনব্যাপী স্থায়িত্বশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের অধীনে ৩০টি এরিয়া অফিসের নেতৃত্বে বিভিন্ন কমিউনিটি কমিটির অংশগ্রহণে "কেমন করে চলবে ইশকুল" শিরোনামে ১২৫ ব্যাচ স্থায়িত্বশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী হিসেবে ছিলেন এলআরসি, সিএজি, সিএমসি, ইউইএসসি কমিটির সদস্য, সুশীল সমাজের সদস্য এবং ইউনিয়ন সুপারভাইজার (ইউএস)। প্রতি ব্যাচে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১১ জন। ১২৫ ব্যাচে মোট অশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১৩৭৩ জন যেখানে পুরুষ-৯৯৬ জন এবং নারী-৩৭৭ জন। উল্লেখ্য, ১২৫ জন ইউএস উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়া প্রশিক্ষণে বিশেষভাবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসূ করেছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার, কলেজের অধ্যক্ষ, ইউপি চেয়ারম্যান, কলেজ শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সাংবাদিক, ইউনিক-২ প্রকল্পের রিজিয়ন প্রতিনিধি।

সকল অংশগ্রহণকারীর প্রাণবন্ত এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ সফলতার সঙ্গে শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের ভাষ্য, প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত শিখন দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং তারা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। তারা উপলব্ধি করেছে, সিএলসিকে ঘিরে এ যাবৎকালে নানাবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে, এর ফলে শিক্ষার্থী, সিএলসির শিক্ষক, অভিভাবক সর্বোপরি এলাকাবাসী অনেক উপকৃত হয়েছে। এ ধরনের কার্যক্রমের জন্য উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারী এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে চিরকৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

***শেলী বিশ্বাস**, ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর, ইউনিক-২ প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন*

*সকল অংশগ্রহণকারীর প্রাণবন্ত এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ সফলতার সঙ্গে শেষ হয়েছে।*

# মানুষের মতো মানুষ হতে হলে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে : সুলতানা কামাল

*প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন সুলতানা কামাল*

মানুষের মতো মানুষ হতে হলে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। শনিবার, ১৩ জানুয়ারি ২০১৮ আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি.....' এ স্লোগানকে সামনে রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) ও নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ইসলামিক কমিউনিটি (নাবিক)-এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের (সিইই) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মানবাধিকার কর্মী ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এডভোকেট সুলতানা কামাল একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, দেশে সামাজিক অসংগতি, দুর্নীতি, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষকে বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়কে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা জরুরি। আমি আশা করি সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন মানুষকে মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন-এর পরিচালক ও মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত আছেন তারা সকলে অবশ্যই নীতিবান। তাদের প্রত্যেককেই দায়িত্ব নিতে হবে অন্তত পক্ষে আরেকজনকে নীতিবান করে তোলার জন্য।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ আতাউল করিম। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোঃ শফিউল্লাহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ড. শরিফুল আলম, নাবিক-এর কর্মকর্তা রাশেদ নিজাম, সিইই-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা, ফানুসের পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন মুকিত এবং ক্যাসপার ফাউন্ডেশনের সিইও তৌফিক-উজ-জামান।

---

*সিইই-এর গোলটেবিলে বক্তারা*

# নৈতিক শিক্ষা শুরু করতে হবে প্রাথমিক থেকেই

প্রাথমিক পর্যায় থেকেই নৈতিক শিক্ষা শুরু করতে হবে। একই সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও নৈতিকতা চর্চা করা জরুরি। ৬ মার্চ তেজগাঁওস্থ আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে **"শিক্ষার গুণগতমান এবং টেকসই উন্নয়নে নৈতিক শিক্ষা"** শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তারা একথা বলেন। বক্তারা বলেন, কর্মমুখী ও বাস্তব শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই নৈতিক শিক্ষাকে কৌশলে পাঠ্যপুস্তক থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মূল শিক্ষায় ধর্ম শিক্ষার নামে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ঐক্যের পরিবর্তে বিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে। নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে এ বিভাজন দূর করতে হবে। বক্তারা আরো বলেন, আমাদের দেশে জাতীয় মনস্তত্ত্ব তৈরি হয়নি। যে কারণে শিক্ষার ভিন্নমুখিতা কিছুকিছু ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদেরকে নৈতিকতাহীন করে তুলছে।

*বক্তব্য দিচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক*

পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসনের ওপরও জোর প্রদান করেন বক্তারা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এ এম এম শফিউল্লাহ, গ্রীন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোলাম সামদানি ফকির, শিক্ষাবিদ-লেখক প্রফেসর মোর্শেদ শফিউল হাসান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক প্রফেসর সরকার আব্দুল মান্নান, বিএসএমএমইউ-এর মনোরোগবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ডা. সালাহ্উদ্দিন কাউসার বিপ্লবসহ বিশিষ্ট জনেরা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই) আয়োজিত এ গোলটেবিল অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্র্যাক-এর শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুম বিল্লাহ। সিইই-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজার সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান।

# দুর্যোগে মানবিক সাড়া প্রদানে সক্ষমতার স্থানীয়করণ দরকার

দুর্যোগ অথবা জরুরি অবস্থায় মানবিক সাড়া প্রদান নিশ্চিত করতে সক্ষমতার স্থানীয়করণ দরকার। ১১ মার্চ রাজধানীর গুলশানস্থ স্পেক্ট্রা কনভেনশন সেন্টারের কিং হলে শিফটিং দ্য পাওয়ার প্রকল্পের 'ন্যাশনাল লেসন্স লার্নিং এন্ড শেয়ারিং' শীর্ষক কনফারেন্সে বক্তারা একথা বলেন।

বক্তারা বলেন, দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার পর সর্বপ্রথম সাড়া আসে স্থানীয় পর্যায় থেকে। কেননা স্থানীয় মানুষের ভাষা ও চলনের সাথে তারা অভ্যস্ত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবিক সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থানীয় সংস্থাগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ দুর্যোগ মোকাবিলার সফলতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তারা আরো বলেন, শিফটিং দ্য পাওয়ারকে সক্ষমতার স্থানান্তরের পরিবর্তে স্থানীয় প্রতিনিধিদের দায়িত্ব গ্রহণ হিসেবে ব্যবহার করা দরকার। কনফারেন্সে আলোচনার মাধ্যমে বক্তারা ভবিষ্যতে দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থানীয়করণে জড়িত সংস্থাগুলোর দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

শিফটিং দ্য পাওয়ার প্রকল্পটি ইতোমধ্যে ন্যাশনাল এলায়েন্স অব হিউম্যানেটারিয়ান এক্টরস (নাহাব) নামের একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যেখানে গত এক বছরের বেশি সময় ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ৪৪টির বেশি সংস্থা একসাথে কাজ করছে এবং দুর্যোগকালীন সামগ্রিকভাবে মানবিক সাড়া প্রদানে কর্মরত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সক্ষম করে তুলছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিঃ সচিব) মো. রিয়াজ আহমেদ। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সত্যব্রত সাহা।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ক্রিস্টিয়ান এইড-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর সাকিব নবী, এডিডি ইন্টারন্যাশনাল-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর শফিকুল ইসলাম, অ্যাকশন এইড-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, ডিএফআইডি-র হিউম্যানেটারিয়ান-এর অ্যাডভাইজার ওমর ফারুখ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান।

উল্লেখ্য, অ্যাকশন এইড, ক্যাফোড, ক্রিস্টিয়ান এইড, অক্সফাম, টিয়ার ফান্ড এবং কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড এ ছয়টি আন্তর্জাতিক এনজিও'র বৈশ্বিক উদ্যোগ হলো- শিফটিং দ্য পাওয়ার প্রকল্প। ক্রিস্টিয়ান এইড বাংলাদেশের নেতৃত্বে এবং ডিএফআইডি-এর সহয়োগিতায় ২০১৫ সালে বাংলাদেশে এই প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ১১টি জাতীয় পর্যায়ের কর্মরত এনজিও-র দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা তৈরিতে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জিত হয়েছে।

# মিরপুরে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা

সম্প্রতি "স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ ও ইউকেএইড"-এর আর্থিক সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মিরপুর এলাকার ৬নং ওয়ার্ডের অগ্নিকাণ্ডে ৯০০ ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসী পরিবারের মাঝে পরিবারপ্রতি শর্তবিহীন নগদ ৪,৫০০ টাকা এবং হাইজিন সামগ্রী ও মশারি বিতরণ করা হয়েছে।

উক্ত বিতরণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসীর মাঝে নগদ টাকা ও মালামাল বিতরণ করেন ঢাকা-১৬ আসনের সংসদ সদস্য মো. ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এম খলিলুর রহমান ও কর্মসূচি বিভাগের পরিচালক ড. খাজা শামসুল হুদা। বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি উম্মে খাদীজা ও স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সাজিদ রায়হান। বিতরণ কার্যক্রমটি তত্ত্বাবধান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি কার্যক্রমের উপ-পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলম, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. রজ্জব হোসেন এবং ৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জহিরুল ইসলাম মানিক।

*পরিবারপ্রতি শর্তবিহীন নগদ ৪,৫০০ টাকা এবং হাইজিন সামগ্রী ও মশারি বিতরণ করা হয়*

# ঠিকানা
## মানব পাচার প্রতিরোধ ও সারভাইবার পুনর্বাসনে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান

**ঠিকানা স্থাপন**

বর্তমান সভ্যতায় আমরা দাসপ্রথাকে সমাজ অগ্রগতির অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। দাসপ্রথা একটি চরম অমানবিক ব্যবস্থা। এইপ্রথা বিলুপ্ত হয়নি বলা যায় পরিবর্তিত হয়েছে এর ধরন। দাসপ্রথার কারণেই মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানব পাচারের মাধ্যমে নতুনভাবে গড়ে উঠেছে সমকালের দাসপ্রথা। পাচার হওয়া মানুষের কাছ থেকে জবরদস্তিমূলক শ্রম আদায় করা হয়। তাদের ওপর চলে দাসত্বমূলক নির্যাতন। নারী ও শিশুদের পতিতাবৃত্তিতে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে শিশু, নারী ও কিশোর-কিশোরীরা উন্নত জীবনযাপনের আশায় দেশের বাইরে যেতে আগ্রহী। এশিয়ায় তাদের এই আগ্রহকে পুঁজি করে পৃথিবীর নারী ও শিশু পাচার এর ক্ষেত্রে একটি ক্রমবর্ধমান বাজার তৈরি করেছে একটি অশুভ চক্র। বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে মানব পাচার বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা। পাচার থেকে উদ্ধার পাওয়া মানুষের কল্যাণে ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কাজ করে আসছে। এ উদ্দেশ্যে মিশন যশোরে মানব পাচার ও অন্যান্য সহিংসতার শিকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য স্বল্পকালীন সময়ের একটি নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র "ঠিকানা" স্থাপন করেছে।

*ঠিকানা ভবন*

**ঠিকানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য**

মানব পাচার ও অন্যান্য সহিংসতার শিকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের উদ্ধার, নিরাপদ আশ্রয়, মৌলিক চাহিদা পূরণ, ইতিবাচক মনোসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতায়ন ও আত্মনির্ভরশীল করার মধ্য দিয়ে উন্নত জীবনযাপনের লক্ষ্যে সফলভাবে সমাজের মূল ধারায় ফিরে যেতে সহায়তা করা।

**মানব পাচার এর শিকার ও পরিসংখ্যান**

বাংলাদেশ থেকে মানবপাচারের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। দিন দিন এই সমস্যাটা মানবিক বিপর্যয়ের রূপ নিচ্ছে। অধিক জনসংখ্যা, আর্থিক সংকট, শিক্ষার অভাব, অসচেতনতা, দ্রুত নগরায়ন, যৌন ব্যবসার ব্যাপক প্রসার, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রিয়জনদের মুখে হাসি ফুটানো এবং ভালভাবে বেঁচে থাকার বিভিন্ন স্বপ্ন মানুষকে দালাল চক্রের প্রলোভনে আকৃষ্ট করে। সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০ হাজার নারী ও শিশু ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হয়ে থাকে। এছাড়া পাচারকারীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা ও রুট যেমন: উত্তরের দিনাজপুর, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী ও চাঁপাইনবানগঞ্জ জেলার সীমান্ত এলাকা ব্যবহার করে নারী ও শিশুদের পাচার করে।

**পাচার প্রতিরোধে মিশনের কার্যক্রম**

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু, পাচার হওয়া সর্বশান্ত মানুষগুলোকে উদ্ধারের পর বিভিন্ন সেবা প্রদান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরশীল করার মাধ্যমে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে সমাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে দেওয়া ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

**নিরাপদ আবাসন:** সুবিধা বঞ্চিত নারী ও শিশুদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় বদ্ধপরিকর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঠিকানার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের উদ্ধারের পর তাদের নিরাপদ আবাসন, মানসম্মত খাবারসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান করছে।

**মনো সামাজিক উন্নয়ন:** শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আত্মিক সুস্থতা নিশ্চিতকরণ দক্ষতা উন্নয়ন, রাগ নিয়ন্ত্রণ, মানসিক চাপ মোকাবেলা এবং ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করার লক্ষ্যে হোমে আগত পাচার ও অন্যান্য সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের একক ও দলীয় কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়।

**প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা:** সারভাইভারদের চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে বয়স ও চাহিদাভিত্তিক তাদের পছন্দের পেশায় নিয়োজিত হতে সক্ষম করে তোলা এবং স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য হোমে আগত সারভাইভারদের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

**বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড:** সারভাইভারদের মানসিক প্রশান্তি প্রদান, প্রতিভা বিকাশে পুনরুজ্জীবিত করা এবং আনন্দদায়ক পরিবেশ উপহার দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন:- নাটক, গানের অনুষ্ঠান, কবিতা আবৃত্তি, ক্যারাম, লুডু, দাবা ও খেলাধুলা, যেমন– টিভি দেখা, গান শোনা, গল্পের বই পড়া, ছবি আঁকা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

**পারিবারিক কাউন্সেলিং:** একজন নারী ও শিশু যখন মানব পাচার ও অন্য যে কোনো সহিংসতার শিকার হয় তখন সহিংসতার শিকার ব্যক্তি ও তার পরিবার নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন: সিদ্ধান্তহীনতায়

ভোগে, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, পারিবারিক কলহ সৃষ্টি হয় ইত্যাদি। এই সকল সমস্যার কারণে পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি মানসিক সহযোগিতা এবং সম্মানের সাথে সমাজে ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে পারিবারিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়ে থাকে।

**আইনী সহায়তা:** একজন সারভাইভার হোমে অন্তর্ভুক্তির পর সামাজিক ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য আইনগত পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

**জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ:** কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে সারভাইভারদের মানসিক স্থিরতা অর্জনের পরই আত্মবিশ্বাস বাড়ানো, বাস্তবতা মোকাবেলার দক্ষতা বাড়ানো, মানসিক চাপ মোকাবেলা এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

**কারিগরি প্রশিক্ষণ:** হোমে আগত সারভাইভারদের চাহিদা নিরূপণের পর সারভাইভারদের সক্ষমতার ভিত্তিতে কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সারভাইভারদের ট্রেড ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

**ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রশিক্ষণ:** সারভাইভারদের চাহিদাকৃত ব্যবসার বাজার উপযোগিতা, লাভ-লোকসান এবং ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে কি না এসব বিষয়ে পর্যালোচনা করার পর হোমে আগত সারভাইভারদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

**সারভাইভার পর্যবেক্ষণ:** একজন সারভাইভার ঠিকানা থেকে তাদের পরিবার, নতুন কর্মস্থল বা সেফ হোমে চলে যাওয়ার পর এক (১) বছর পর্যন্ত তাদের পুনর্বাসন পরবর্তী ফলোআপ করা হয়।

**মিশন কর্তৃক পরিচালিত ঠিকানা'র উল্লেখযোগ্য অর্জন**

- ঠিকানায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৮৯০ জন সারভাইভারকে মৌলিক সেবা প্রদান করা হয় এর মধ্যে ১১৯৭ জন নারী সারভাইভার, ১৫২ জন পুরুষ সারভাইভার এবং ৫৪১ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৮৯০ জন সারভাইভার এর মধ্যে ১৫২৯ জন মানব পাচার এর শিকার, ১৫৪ জন পারিবারিক নির্যাতনের শিকার, ৬২ জন বাল্যবিবাহের শিকার এবং ১৪৫ জন অভিভাবকহীন/হারানো শিশু।
- হোমে আগত সারভাইভারদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে, তাদের ভয় ও হতাশা দূর করার লক্ষ্যে ১৭০৮ জনকে কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে।
- সামাজিক মর্যাদার সাথে ১৬৮৮ জন সারভাইভারকে পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- আর্থিক স্বাবলম্বীতার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১২৮ জন সারভাইভারকে চাকরি প্রদান করা হয়েছে।
- আত্মবিশ্বাস বাড়ানো, বাস্তবতা মোকাবেলার দক্ষতা বাড়ানো, মানসিক চাপ মোকাবেলা এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬৫৩ জন সারভাইভারকে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সক্ষমতার ভিত্তিতে কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৯০ জন সারভাইভারকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৫৮ জনকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।
- হোমে আগত ৪৫ জন সারভাইভারকে বিভিন্ন সেইফ হোমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- পারিবারিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো, আত্মসম্মান ফিরিয়ে দেওয়া ও আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ৩৩২ জন সারভাইভারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

**উপসংহার:** ঢাকা আছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত নিরাপদ আবাসস্থল ঠিকানা'র মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের স্বাভাবিক জীবন ধারায় ফিরিয়ে দেওয়া, তাদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো ও আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে ঠিকানায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চাহিদা যাচাইয়ের মাধ্যমে তাদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, টেইলারিং, বিউটি পার্লার ট্রেনিং, গার্মেন্ট মেশিন অপারেটর ও কম্পিউটার ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে চাকরির ব্যবস্থা করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঠিকানার এই কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি তাদেরকে পরিবারে পুনঃএকত্রীকরণ করা এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফলোআপ করা হয়। এই পর্যায়গুলো অতিবাহিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সারভাইভারদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলছে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-এর পর বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে পরিবার, নিজের ও সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মিশন মানব পাচার ও সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অনেকেই মিশনকে অনুসরণ করছে এ ক্ষেত্রে। দেশে মানব পাচার বন্ধে রয়েছে মানব পাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২। এখন প্রয়োজন এই আইনের কঠোর প্রয়োগ। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে পাচার বিরোধী পদক্ষেপ আরো জোরদার করা হলে পাচারকারী দলের ভিত্তি ক্রমান্বয়ে ভেঙে যাচ্ছে। বাংলাদেশ মানব পাচারের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।

*বাড়ির আঙিনায় উৎপাদন কর্মসূচি, ক্যাম্পেইন কর্মসূচি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান*

*ফেরদৌসি আখতার, জেন্ডার ফোকাল পার্সন, কর্মসূচি বিভাগ*

# কমিউনিটির উদ্যোগে ঈদ বোনাস

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার কামরাঙ্গীরচরে ইউনিক-২ প্রকল্প ২০১১ সাল থেকে মাল্টিগ্রেড পদ্ধতিতে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগী সংস্থা সুরভি উক্ত এলাকায় কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। কামরাঙ্গীরচর এলাকায় বর্তমানে জাউলাহাটি, হাজারীবাগ ও শহীদনগর শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র (এলআরসি)-এর অধীনে মোট ৩৪টি শিশু শিখন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। তিনটি এলআরসিতে তিনটি দক্ষ কমিটি রয়েছে। এই দক্ষ কমিটির উদ্যোগে পবিত্র ঈদুল ফিতরে সিএলসি শিক্ষক ও প্রকল্প স্টাফদের বোনাস প্রদান করা হয়। শহীদনগর এলআরসি-এর সভাপতি মো. আতিকুর রহমান ১২ জুন ২০১৮ ওয়ার্ডের সব শিক্ষক, সুপারভাইজার, এএফএ ও এরিয়া ম্যানেজারসহ সবার জন্য শহীদনগর এলআরসিতে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন। ইফতার ও দোয়া মাহফিলের পর তিনি অত্র শহীদনগর এলাকার সব শিক্ষক ও ইউনিক-২ প্রকল্প, কামরাঙ্গীরচর এরিয়া স্টাফদের ঈদ বোনাস বাবদ এক হাজার টাকা করে নগদ প্রদান করেন। উল্লেখ্য, গত বছরও তিনি শিক্ষকদের ঈদ বোনাস প্রদান এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছিলেন এবং এবারও তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। ইউনিক-২ প্রকল্পটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে শেয়ার শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় দেশের ২১টি জেলায় ৩০টি এরিয়া অফিসের মাধ্যমে ৫১টি উপজেলায় মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করছে।

## ব্রি. জে. ডা. সৈয়দ ফজলে রহিম (অব.) আর নেই

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার (অব.) জেনারেল ডা. সৈয়দ ফজলে রহিম আর নেই (ইন্না লিল্লাহে .... রাজি উন)। রাজধানীর সিএমএইচ-এ চিকিৎসারত অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ২১ মার্চ ২০১৮। তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন। তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালে তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

## শিশুনগরীর ৩ জন কৃতী ছাত্রের স্কলারশিপ অর্জন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিচালনায় এবং কেএনএইচ-জার্মানির অর্থায়নে আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরী কর্মসূচি পঞ্চগড় জেলার জলাপাড়া গ্রামে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্তমানে শিশুনগরীতে প্রায় ৩০০ অবহেলিত, সুবিধা-বঞ্চিত, পথশিশুকে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় এনে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য, আবাসন, কাউন্সেলিং, খেলাধুলা, বিনোদন প্রভৃতি সেবা দেয়া হচ্ছে। শিশুর সুকুমারবৃত্তি, সৃজনশীলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, যাতে শিশুরা তাদের পড়াশোনা অব্যাহত রেখে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে। সরকারি রেজিস্ট্রেশনভুক্ত শিশুনগরী প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং অষ্টম শ্রেণি অর্থাৎ নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠদানের অনুমোদনের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে। ২০১৭ সালে শিশুনগরী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ১০ জন শিশু প্রাথমিক সমাপনী শিক্ষা পরীক্ষায় অংশ নেয়। পাসের হার শতভাগ। ছাত্রদের মধ্যে ৩ জন জিপিএ-৫ এবং অন্যরা জিপিএ ৪ গ্রেড নিয়ে পাস করে। এদের মধ্যে আরিফ, বিপ্লব এবং ইমরান কৃতিত্বের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা স্কলারশিপ অর্জন করে শিশুনগরীর সুনাম বয়ে আনে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো ৬ জন ছাত্র প্রাথমিক সমাপনী শিক্ষা পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৪ জন জিপিএ-৫ ও ২ জন জিপিএ-৪ পায় এবং এদের মধ্যে নাইম ও সোহান প্রাথমিক স্কুল বৃত্তি লাভ করেছিল। শিশুনগরীর সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুরা লেখাপড়ায় তাদের কৃতিত্বপূর্ণ অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চমক সৃষ্টি করে চলেছে।

# হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত)

**HAJJ FINANCE COMPANY LIMITED** حج فاينانس كمبانى لميتيد

শরিয়াহ্ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান

Save for Hajj. হজ্বের জন্য সঞ্চয়

## আমাদের সেবাসমূহ

হজ্ব সঞ্চয় স্কীম

হজ্ব পালন ও
হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প

বাড়ি অর্থায়ন

গাড়ি অর্থায়ন

শিল্প অর্থায়ন

ব্যবসা বাণিজ্যে
অর্থায়ন

### আমানতসমূহ

১. আল-ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব
২. মাসিক কিস্তি ভিত্তিক মুদারাবা হজ্ব টার্ম ডিপোজিট
৩. এককালীন মুদারাবা হজ্ব টার্ম ডিপোজিট
৪. হজ্ব ডেভেলপমেন্ট মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট
৫. মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট
৬. মুদারাবা পেনশন ডিপোজিট স্কীম
৭. মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট

### বিনিয়োগ সেবাসমূহ

**খাতসমূহ**

১. ইজারা ওয়া ইক্তিনা
২. বাই-মুয়াজ্জাল
৩. হায়ার পারচেজ-শিরকাতুল মেল্ক
৪. মুসারাকা মুতানাকিস্বা
৫. মুরাবাহা লোকাল পারচেজ অর্ডার
৬. আস্-সাফারী (হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

**পণ্য**

- গাড়ী (প্রাইভেট ও কমার্শিয়াল)
- যন্ত্রপাতি (শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত)
- ব্যবসা বাণিজ্য
- বাড়ি/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক ফ্লোর নির্মাণ ও ক্রয়

"লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক"

(হে আল্লাহ, আমি তোমার সান্নিধ্য লাভে হাজির হয়েছি)।

## আস্-সাফারী

(হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

"আমাদের আর্থিক সহায়তায় পবিত্র হজ্ব পালন করুন পরে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করুন"

**বিস্তারিত আরও তথ্য জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন**


**প্রধান কার্যালয় ও প্রধান শাখা**

ফজলুর রহমান সেন্টার (নীচ তলা), ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
টেলিফোন: +৮৮-০২-৯৫৫২১৪১, ৯৫৬০৫২০, ৭১৬৫৯০০; ফ্যাক্স: ৯৫৬৮৯৭৩।

**বায়তুল মোকাররম মসজিদ কমপ্লেক্স শাখা**

মসজিদ কমপ্লেক্স (২য় তলা), উত্তর গেট, ৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
টেলিফোন : +৮৮-০২-৭১৬৯৬৫৯, ৭১১৪৩৬১; ফ্যাক্স: ৭১১৮১৯৮।


www.amhajjfinance.com

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা
রেজিঃ নং ৬০/৭৯ ॥ বর্ষ ৪০ ● সংখ্যা ২ ● এপ্রিল-জুন ২০১৮

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।
সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০